বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশনা ও স্বত্ব
সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা
জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়
জনাব মো. মনজুর হোসেন
সচিব, সেতু বিভাগ

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
দেওয়ান সাঈদুল হাসান
অতিরিক্ত সচিব ও উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

সম্পাদনা পরিষদ

১.	জনাব রশিদুল হাসান, যুগ্মসচিব, (প্রশাসন), সেতু বিভাগ	আহবায়ক
২.	জনাব রাহিমা আক্তার, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ	সদস্য
৩.	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪.	জনাব মোসা: শরীফুন্নেসা, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৫.	জনাব মো: আবুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৬	জনাব সালমা খাতুন, সিনিয়র সহকারী সচিব, সেতু বিভাগ	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ নূর ইয়াসিন, উপপরিচালক (পরিবেশ), চঃদাঃ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৮.	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), সেতু বিভাগ	সদস্য সচিব

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
সম্পাদনা পরিষদ

মুদ্রণে
…………….

“ভাইয়েরা আমার, যথেষ্ট কাজ পড়ে রয়েছে ... যেখানে রাস্তা ভেঙে গিয়েছে, নিজেরা রাস্তা করতে শুরু করে দাও ... নতুন করে গড়ে উঠবে এই বাংলা। বাংলার মানুষ হাসবে, বাংলার মানুষ খেলবে, বাংলার মানুষ মুক্ত হয়ে বাস করবে, বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে- এই আমার জীবনের সাধনা, এই আমার জীবনের কাম্য”

(১০ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির উদ্দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর দেয়া ভাষণ থেকে উদ্ধৃত)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে চেতনা সে চেতনায় এ দেশ গড়ে উঠবে। আমরা যুদ্ধে বিজয় অর্জনকারী একটি জাতি .....। আমরা বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলবো”।

(২৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখ চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলে’র দক্ষিণ টিউবের পূর্ত কাজের সমাপ্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ওবায়দুল কাদের
মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

বাণী

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে। সরকারের রূপকল্প-২০৪১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে সেতু বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। সেতু বিভাগ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতোমধ্যে আমাদের গৌরব, সক্ষমতা আর সামর্থ্যের প্রতীক স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধনের বর্ষপূর্তি হয়েছে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৮২৫.৬০ কোটি টাকার টোল আদায় হয়েছে এবং ৬৩২.৯৩ কোটি টাকা ইতোমধ্যে অর্থবিভাগকে পরিশোধ করা হয়েছে।

সেতু বিভাগের আওতায় কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল” এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায়। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের পদক্ষেপ হিসেবে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একটি অংশ (হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে তেজগাঁও পর্যন্ত) পর্যন্ত উদ্বোধন শেষে এ অংশটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং হাওড় এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের কাজও চলমান। পাশাপাশি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ দীর্ঘমেয়াদি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নে সমীক্ষা পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে ভূলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ এবং ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণেরও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেতু বিভাগ।

আমি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওবায়দুল কাদের, এমপি

মো. মনজুর হোসেন
সচিব
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২১০০ সালের মধ্যে 'নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা'র লক্ষ্যে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

কোন বিদেশি উন্নয়ন সহযোগীর সাহায্য ছাড়াই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের ০১ বছর ইতোমধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। পদ্মা সেতু হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৮২৫.৬০ কোটি টাকার টোল আদায় হয়েছে এবং আদায়কৃত টোল হতে ঋণের অর্থ হিসেবে ৬৩২.৯৩ কোটি টাকা ইতোমধ্যে অর্থবিভাগকে পরিশোধ করা হয়েছে। এর আগে ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন যমুনা নদীর উপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতু এবং ২০০৮ সালের ০৮ ফেব্রুয়ারি ধলেশ্বরী নদীর উপর নির্মিত মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

গত ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেতু বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রান্ত হতে ফার্মগেট প্রান্ত পর্যন্ত) শুভ উদ্বোধন করেছেন। দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলাদেশের নদীর তলদেশে প্রথম সড়ক টানেল "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল" শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে মর্মে আশা করা যায়। বিআরটি (বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অংশ) নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, চলমান অন্যান্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে "ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প", "কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প", "পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প" প্রভৃতি। হাওড় এলাকায় উড়াল সড়ক নির্মাণের অংশ হিসেবে "কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ" প্রকল্পের কাজ অচিরেই শুরু হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু বৃহৎ সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজও চলমান রয়েছে।

সেতু বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো. মনজুর হোসেন

সূচিপত্র

ক্রম.		বিষয়	পৃষ্ঠানম্বর
		ভূমিকা	১২
		সেতু বিভাগ	১৪
১.১।		**রূপকল্প**	১৪
১.২।		**অভিলক্ষ্য**	১৪
১.৩।		**কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**	১৪
১.৪।		**সেতু বিভাগের কার্যাবলী**	১৪
১.৫।		**সাংগঠনিক কাঠামো**	১৫
১.৬।		**জনবল**	১৬
১.৭।	১।	**দপ্তর/বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব**	১৬
	২।	প্রশাসন অনুবিভাগ	১৬
		উন্নয়ন অনুবিভাগ	১৮
১.৮।		**সেতু বিভাগের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা**	১৯
১.৯।		**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি**	১৯
১.১০।		**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল**	১৯
১.১১		**তথ্য অধিকার**	২০
১.১২।		**অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)**	২০
১.১৩		**সেতু বিভাগের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড/অর্জন**	২১
	১।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এর দক্ষিণ টিউবের পূর্ত কাজের সমাপ্তি উদযাপন	২১
	২।	ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ উদ্বোধন	২১
	৩।	জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন	২১
	৪।	মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপন	২১
	৫।	“ঐতিহাসিক ০৭ই মার্চ” জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন	২২
	৬।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন	২২
	৭।	২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস পালন এবং ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন	২২
	৮।	মধ্যমেয়াদী বাজেট	২২
	৯।	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২৩
	১০।	পরিচালন বাজেট	২৩
	১১।	তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন	২৩
	১২।	ই-সেবা	২৪
	১৩।	সেবা সহজীকরণ	২৪
	১৪।	উদ্ভাবন	২৫
	১৫।	ICT প্রশিক্ষণ ও ই-নথি কার্যক্রম	২৫
	১৬।	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা	২৫
	১৭।	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ	২৬
	১৮।	অডিট সংক্রান্ত তথ্য	২৬
	১৯।	মামলা সংক্রান্ত তথ্য	২৬
১.১৩।		**আইন, বিধি ও নীতিমালা**	২৬
১.১৪।		**২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মরত ১-৯ গ্রেডের কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা**	২৭
১.১৫		**সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণের নাম ও দায়িত্বকাল**	২৭
২.১।		**বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ**	২৯
২.২।		**প্রধান কার্যাবলী**	২৯

২.৩।		**বোর্ড সদস্য**	২৯
২.৪।		**জনবল**	২৯
২.৫।		**নিয়োগ ও পদোন্নতি**	২৯
২.৬।		**বিভিন্ন অনুবিভাগভিত্তিক দায়িত্ব**	৩০
	১।	পরিচালক (প্রশাসন)	৩০
	২।	পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	৩০
	৩।	পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৩১
	৪।	পরিচালক (অপারেশন এ্যান্ড মেইনটেন্যান্স)	৩২
	৫।	প্রধান প্রকৌশলী (কারিগরি)	৩২
২.৭।		**বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা**	৩২
২.৮।		**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি**	৩২
২.৯।		**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল**	৩২
২.১০।		**সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)**	৩৩
২.১১।		**অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS)**	৩৩
২.১২।		**তথ্য অধিকার**	৩৩
২.১৩।		**অডিট আপত্তি**	৩৪
২.১৪।		**মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি**	৩৪
২.১৫।		**বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড/অর্জন**	৩৫
	১।	পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণের কিস্তি পরিশোধ	৩৫
	২।	২০২১-২২ কর বছরে "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ খাতে ১ম সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী" বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	৩৫
	৩।	"বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল"- এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষাঙ্গিক কাজের জন্য অপারেটর নিয়োগ	৩৫
	৪।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা	৩৫
	৫।	বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল হতে আদায়কৃত টোল ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং যমুনা ব্যাংক লিমিটেড" এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর	৩৫
	৬।	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্বাসন এলাকায় স্থাপিত ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সরকারিকরণে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা	৩৫
	৭।	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা	৩৬
	৮।	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ	৩৮
	৯।	ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ই-নথি বাস্তবায়ন	৩৯
	১০।	বিভিন্ন সেতু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত আদায়কৃত টোলের পরিমাণ	৩৯
		১। বঙ্গাবন্ধু সেতু	৩৯
		২। ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু)	৪০
		৩। পদ্মা সেতু	৪০
	১১।	আয় এবং ব্যয়	৪১
	১২।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৪১
	১৩।	নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৪১
২.১৬।		**বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ**	৪২
	১।	বঙ্গাবন্ধু সেতু	৪২
	২।	৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু)	৪৩
২.১৭।		**চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ**	৪৩
	১।	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	৪৩
	২।	কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প	৪৫
	৩।	সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প	৪৫
	৪।	ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	৪৫
	৫।	কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কের ১৭তম কিলোমিটারে (জেড ৮০৫২) পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প	৪৬

	৬।	পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প	৪৬
	৭।	গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (এলিভেটেড অংশ)	৪৭
	৮।	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II (বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ)	৪৭
	৯।	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ	৪৭
	১০।	চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়কে গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প	৪৮
	১১।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	৪৮
২.১৮।		**পিপিপি প্রকল্প**	৪৮
	১।	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প	৪৮
২.১৯।		**প্রক্রিয়াধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ**	৪৯
	১।	মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	৪৯
	২।	ভূলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	৪৯
	৩।	ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	৪৯
	৪।	বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া সেতু নির্মাণ	৫০
	৫।	প্রাক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই এর জন্য নির্ধারিত প্রকল্প	৪৯
	৬।	ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহ	৫০
২.২০।		**বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহের টোল হার**	৫২
	১।	বঙ্গাবন্ধু সেতু	৫২
	২।	ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু	৫২
	৩।	পদ্মা সেতু	৫২
২.২১।		**উপসংহার**	৫৩
		পরিশিষ্ট	
		ক। সেতু বিভাগের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা	
		খ। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)	
		গ। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	
		ঘ। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা	
		ঙ। ই-গভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা	
		চ। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা	
		ছ। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা	
		জ। তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা	
		ঝ। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অডিট রিপোর্ট	
২.২২		স্থিরচিত্র	

ভূমিকা

নদীমাতৃক বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুষ্ঠু, নিরাপদ, সময়-সাশ্রয়ী, সুলভ ও সমন্বিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেতু বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এ বিভাগের মূল কাজ হলো ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ফ্লাইওভার, কজওয়ে, সাবওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ। সেতু বিভাগের আওতায় নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতু, মুক্তারপুর সেতু এবং পদ্মা সেতু দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানীর সুষ্ঠু ও সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে পদ্মা নদীর উপর সেতু নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে সেতু বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত এ পদ্মা সেতু ২৫ জুন ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পর ২৬ জুন ২০২২ তারিখ থেকে জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

পদ্মা সেতু ছাড়াও সেতু বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্যতম আরও একটি প্রকল্প কর্ণফুলী নদীর তলদেশে “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল” নির্মাণ। বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার নদীর তলদেশের প্রথম সড়ক টানেলটির নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে; যা শীঘ্রই যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে ০৯ জুন ২০১৪ সালে এ টানেল নির্মাণে চীন সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসন এবং ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে এই টানেল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনসহ ভ্রমণে সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে “ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি” প্রকল্পটি সেতু বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্যতম আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত এলিভেটেড অংশ যান চলাচলের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ উদ্বোধন করেছেন। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরের দক্ষিণে কাওলা হতে শুরু হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত যাবে। র‌্যাম্পসহ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মোট দৈর্ঘ্য ৪৬.৭৩ কি:মি। প্রকল্পটি ঢাকা শহরের উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের সড়ক পথের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও প্রকল্পটি ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সংযুক্ত হলে ঢাকা ইপিজেড ও উত্তরবঙ্গের সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের যোগাযোগ সহজতর হবে।

বর্ণিত প্রকল্পসমূহ ছাড়াও সেতু বিভগের অধীনে আরও কিছু প্রকল্প যেমন: ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ, কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II (বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অংশ) এবং বিআরটি (বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অংশ) নির্মাণ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, হাওড় অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টির জীবন যাত্রার আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নে পানির প্রবাহ ঠিক রেখে “কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ” প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ভূগর্ভস্থ রাস্তা তথা সাবওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১০৫ কিলোমিটার প্রাথমিক ডিজাইনসহ মোট ২৫৮ কিলোমিটার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য ৩০ বছর মেয়াদী মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন সম্পন্ন হলে কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন সহজতর হবে। কর্তৃপক্ষের অধীনে আরও কিছু প্রকল্প যেমন: মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ভোলা জেলার সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সেতু নির্মাণ, জিটুজি পিপিপি ভিত্তিতে ভূলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ এবং পিপিপি ভিত্তিতে ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া শরীয়তপুর ও চাঁদপুরের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, উত্তর মতলব-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগদা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, কুড়িগ্রাম জেলায় চিলমারী-রৌমারী সড়কে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ এবং ঢাকা ইনার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং উন্নত, সমৃদ্ধ ও আধুনিক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সেতু বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

সেতু বিভাগ

১.১। সেতু বিভাগ গঠন

যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য ১৯৮৫ সালের ৪ জুলাই সরকারি এক অধ্যাদেশ বলে “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ” গঠন করা হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালের ২৯ জুন প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন “সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ” ছাড়াও “যমুনা সেতু বিভাগ” নামে আলাদা একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের সকল উপাঙ্গের কাজ সমাপ্তির পর ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের পর যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ এর কার্যপরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ” এর নাম পরিবর্তন করে “বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ” নামকরণ করা হয় এবং ২০০৯ সালের ৬ অক্টোবর এ সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধু সেতুর সফল বাস্তবায়নের পর ২০০২ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে “যমুনা সেতু বিভাগ” অবলুপ্ত করা হয়। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর অধীনে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প ছাড়াও এ কর্তৃপক্ষের অধীন অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে ৩১ মার্চ প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন “সেতু বিভাগ” নামে একটি আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়।

১.২। রূপকল্প

দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) নেটওয়ার্ক।

১.৩। অভিলক্ষ্য

১৫০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টানেল, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণপূর্বক দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

১.৪। কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা
২. পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি
৩. বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা
৪. দাপ্তরিক কার্যক্রমের মানোন্নয়ন নিশ্চিতকরণ

১.৫। সেতু বিভাগের কার্যাবলী

(১) ১৫০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেল, সাবওয়ে, টোল রোড, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিঙ্ক রোড ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ (সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ), বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত সকল বিষয়;

(২) এই ধরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) সহ বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৩) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে, টানেল ও অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত তহবিল সংগ্রহ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৪) এই ধরণের প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন অংশ বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ঠিকাদার ও পরামর্শকগণের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন;

(৫) নির্মিত কাঠামোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য সংস্থা যেমন বাংলাদেশ রেলওয়ে, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল), পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (পিডিবি) এবং বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল), মোবাইল অপারেটরগণ ইত্যাদিকে নির্ধারিত এলাকায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি প্রদান করা এবং এই উদ্দেশ্যে বেসরকারি উদ্যোগসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদন;

(৬) সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে, টানেল, টোল রোড ইত্যাদি ব্যবহারকারী বিভিন্ন শ্রেণির যানবাহনের জন্য টোল ও ভাড়া নির্ধারণ এবং আদায়;

(৭) সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে, টানেল এবং এই বিভাগের জন্য নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য স্থাপনার নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রবেশ ও প্রস্থান প্রান্তে উন্নয়ন কার্যক্রমের নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ বিধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৮) অধীনস্থ সংস্থার বিধি-বিধান কার্যকর, টোল আদায় এবং বিভাগ তার কার্যাবলি সম্পাদনে প্রয়োজনীয় মনে করে এমন দায়িত্ব পালনে ট্রাফিক অফিসার ও অন্যান্য অফিসারদের ন্যাস্ত ও ব্যবহার করা;

(৯) জাতীয় বেতন স্কেলের ১০-২০ গ্রেডের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশাসন;
(১০) এই বিভাগের জন্য নির্দিষ্টকৃত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা সম্পর্কিত বিষয়াদি;
(১১) এই বিভাগের জন্য নির্দিষ্টকৃত বিষয়াদির উপর সকল আইন;
(১২) সাবওয়ে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সংক্রান্ত নীতিসমূহ প্রণয়ন;
(১৩) এই বিভাগের জন্য নির্দিষ্টকৃত যে কোনো বিষয়ের উপর তদন্ত এবং পরিসংখ্যান;
(১৪) আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত এই বিভাগের জন্য নির্দিষ্টকৃত যে কোন বিষয় সম্পর্কে ফি, ভাড়া ও টোল নির্ধারণ;
(১৫) আর্থিক বিষয়াদিসহ সচিবালয় প্রশাসন;
(১৬) এই বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ;
(১৭) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত বিষয়াদি;
(১৮) এই বিভাগের জন্য নির্দিষ্টকৃত বিষয়াদি সম্পর্কিত নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য লাইসেন্স ইস্যুকরণ;

১.৬। সাংগঠনিক কাঠামো

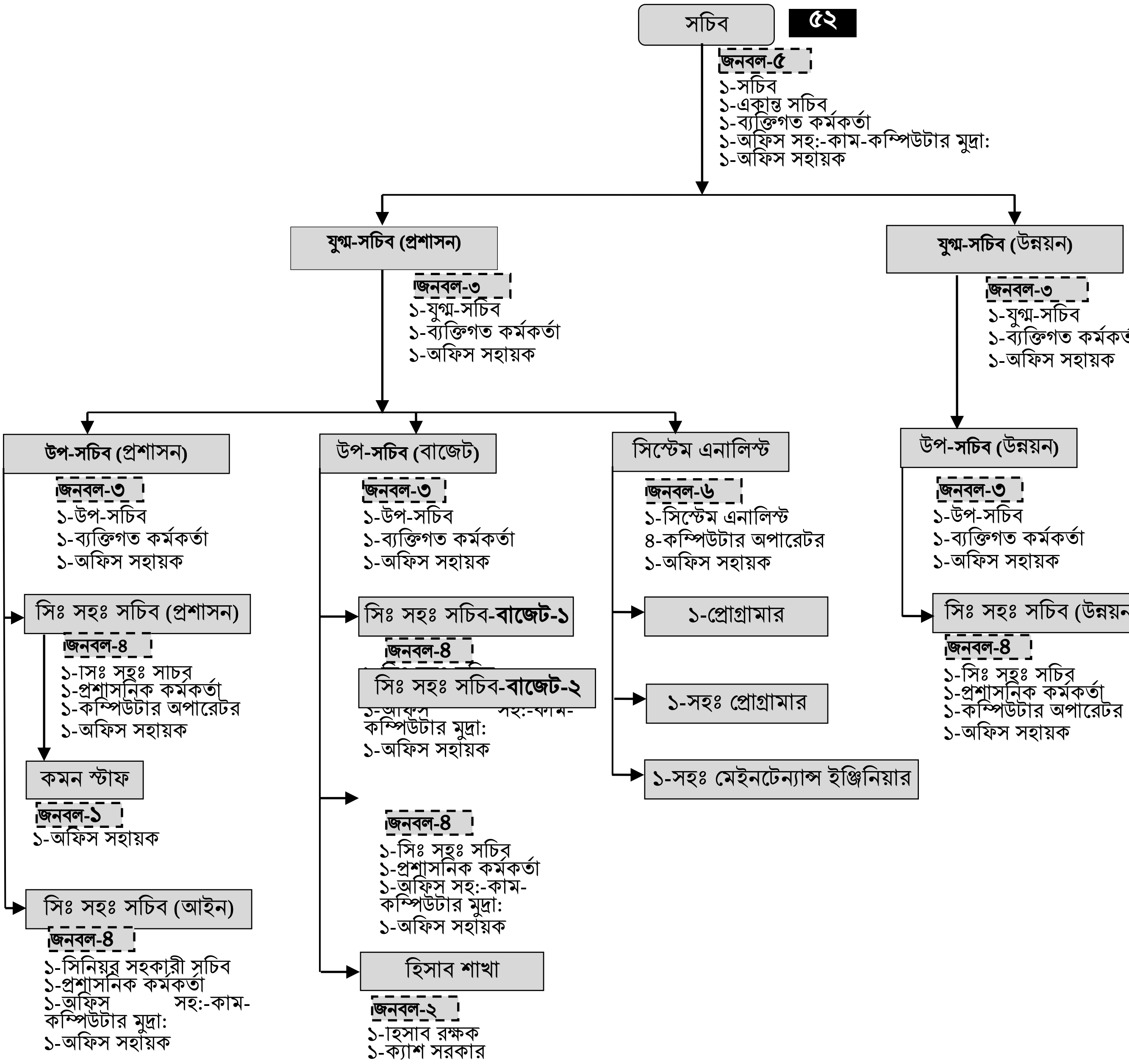

১.৭। জনবল

অনুমোদিত পদ			পুরণকৃত পদ			শূন্যপদ		
মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী
৫২	২৭	২৫	৩৩	১১	২২	১৯	১৬	০৩

উল্লেখ্য, ১১০ জনের সংশোধিত জনবল কাঠামো অনুমোদনের জন্য বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

১.৮। দপ্তর/বিভাগ ভিত্তিক দায়িত্ব

(১) প্রশাসন অনুবিভাগ

১	প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ;
২	কর্তৃপক্ষের পক্ষে দেশি-বিদেশি সকল সংস্থার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর;
৩	সেতু বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন;
৪	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়।
৫	আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মনোনয়ন ও বিভিন্ন কমিটি প্রণয়ন
৬	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমনে সরকারি আদেশ জারি ও পাসপোর্ট এর জন্য অনাপত্তি প্রদান ও প্রকল্পে কর্মরত বিদেশি নাগরীকদের ভিসা প্রসেসিং কার্যক্রম ;
৭	বিভাগের জন্য আবশ্যকীয় অধ্যাদেশ, রেগুলেশনস প্রণয়ন, অনুমোদন, জারী ইত্যাদি;
৮	আইনগত উদ্ভূত বিষয়ের ওপর আইন উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার মতামত গ্রহণ;
৯	অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফ্যাক্স ইত্যাদিসহ যাবতীয় যন্ত্রপাতি, স্টেশনারী ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভান্ডারপরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনা;
১০	টেলিফোন, ফ্যাক্স, ফোন, ই-মেইল সংযোজন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
১১	বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, অর্জিত ছুটি মঞ্জুর, সার্ভিস রেকর্ড সংরক্ষণ, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুর, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের লিভারীজ প্রদানসহ সকল প্রকার ব্যক্তিগত কার্যক্রম সম্পাদন;
১২	গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান;
১৩	কোটাভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অনুকূলে সরকারি বাসা বরাদ্দ প্রদান;
১৪	বিভাগের যানবাহন ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সকল যানবাহনের জ্বালানী সংগ্রহসহ পুলের যানবাহনের জ্বালানী তেল, লুব্রিকেন্ট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জ্বালানী স্লিপ ইস্যুকরণ;
১৫	বিভাগের লাইব্রেরীর জন্য দৈনিক পত্রিকা, বইপত্র, জার্নাল, ম্যাগাজিন, সাময়িকী ইত্যাদি ক্রয় ও সংরক্ষণ;
১৬	আইন/বিধি-বিধান/নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
১৭	বিভাগের বিভিন্ন প্রকাশনা এবং বিবিধ প্রশাসনিক কার্যাবলী;
১৮	জাতীয় সংসদের কাউন্সিল অফিসার, বিকল্প কাউন্সিল অফিসার, নিয়োগ ও প্রশ্নোত্তর প্রদান;
১৯	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, সুশাসন, সেবা সহজিকরণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, উত্তম চর্চা এর বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, কার্যসম্পাদন, মনিটরিং ও বাস্তবায়ন;
২০	প্রকল্পসমূহের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
২১	নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভা আয়োজন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
২২	এসডিজি টিম গঠন, ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ, এ্যাকশন প্লান প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন;
২৩	জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ, মাসিক ও জরুরী প্রতিবেদন প্রেরণ;

২৪	Rules of Business, Allocation of Business, ও Secretariate Instructions অনুসারে এবং সময়ে সময়ে সরকারের অন্যান্য আদেশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরাকারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
২৫	কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ ও পেনশন সহজীকরণসহ অন্যান্য কল্যানমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
২৬	তথ্য প্রযুক্তি ও ই-নথি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
২৭	তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী আপীল কর্তৃপক্ষ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ, জনসাধারণের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ;
২৮	বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২৯	সচিব সভা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৩০	উন্নয়ন প্রকল্পের সিকিউরিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম।
৩১	উন্নয়ন পরিকল্পনা/প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় যোগদানের জন্য কর্মকর্তার মনোনয়ন প্রক্রিয়াকরণ
৩২	সেতু বিভাগের বাজেটের সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতিসমূহ যেমন বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, সেতু বিভাগ সম্পর্কিত নীতি পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট খাতভিত্তিক নীতি-পরিকল্পনা ইত্যাদির সংযোগ সাধনের বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক সেতু বিভাগের বাজেট কাঠামো হালনাগাদকরণ;
৩৩	সেতু বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (Annual Performance Agreement) সাথে বাজেট কাঠামোর সংগতিসাধনের বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক বাজেট কাঠামো হালনাগাদকরণ;
৩৪	সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি-পরিকল্পনায় সেতু বিভাগ কর্তৃক সামাজিক খাতে বিশেষত: দারিদ্র্য নিরসন, নারী ও শিশু উন্নয়নে ব্যয় বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ;
৩৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় (অভিযোজন ও প্রশমন) প্রয়োজনীয় ব্যয় বাজেট কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন;
৩৬	সেতু বিভাগ (সচিবালয়) এবং আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ;
৩৭	অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নির্দেশনা ও ছক অনুসরণপূর্বক রাজস্ব আয়, পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও ডাটা এন্ট্রি;
৩৮	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত উন্নয়ন কর্মসূচির (স্কিম) প্রস্তাব পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন;
৩৯	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) -সহ সেতু বিভাগ ও অধীন সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৪০	রাজস্ব আহরণ এবং অর্থ বিতরণ ও অর্থছাড়সহ বাজেটের বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
৪১	মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা,
৪২	অর্থ বিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
৪৩	পুন:উপযোজনসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
৪৪	অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব (প্রয়োজন হলে) পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
৪৫	আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগসহ অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
৪৬	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator) এবং ফলাফল নির্দেশক (Output Indicator) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

৪৭	অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালম/বিভাগ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ;
৪৮	বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে চীফ একাউনটস এন্ড ফাইনান্স অফিসারের কার্যালয়ের হিসাবের সংগতিসাধন:
৪৯	সেতু বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ;
৫০	সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (Public Accounts Committee) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট/আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
৫১	যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে পৃথক অডিট শাখা নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫২	বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির উপকমিটিকে (যদি থাকে) সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
৫৩	আর্থিক ও বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দপ্তর/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান;
৫৪	বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা;
৫৫	বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপের কর্মকৃতি মূল্যায়ন সংক্রান্ত দলকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; এবং
৫৬	বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

(২) উন্নয়ন অনুবিভাগ

১	সেতু বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়ানে বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন, প্রশাসনিক অনুমোদন, মেয়াদ বৃদ্ধি, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
২	সেতু বিভাগের বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন ও প্রশাসনিক অনুমোদন, সমন্বয় সাধন এবং নেগোসিয়েশন;
৩	এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি, আরডিপিপি অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্তির পর প্রক্রিয়াকরণ;
৪	উন্নয়ন প্রকল্পে জি টু জি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
৫	পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
৬	উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সকল ক্রয় কার্যাদি প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন ও ভেরিয়েশন সংক্রান্ত কার্যাদি;
৭	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রক্রিয়াকরণ,বাজেট বিভাজন আদেশ জারী এবং অর্থ ছাড়করণ সংক্রান্ত কার্যাদি;
৮	উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত টিপিপি, জরিপ /সম্ভব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব ,পিডিপিপি প্রণয়ন এবং ডিপিসি সভার আয়োজন;
৯	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও ইআরডির সাথে সভার আয়োজন;
১০	সেতু বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের ডিপিইসি, পিইসি, ডিএসপিইসি, এসপিইসি, স্টিয়ারিং কমিটির সভাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যাবলী;
১১	উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত কাজ ,পরিবেশ ও পুনর্বাসন বিষায়াদি মনিটরিং,পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
১২	উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগ, পদ সৃজন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;

১৩	সেতু বিভাগের প্রকল্পসমূহের জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ/প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
১৪	সালিশী ব্যতিরেকে শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন ঠিকাদারের যাবতীয় অমীমাংসিত বিষয়াদি নিষ্পত্তিকরণের কার্যাবলী;
১৫	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ;
১৬	সরকারের উন্নয়ন প্রচারণামূলক উন্নয়ন মেলা/ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন ও অংশগ্রহণ;
১৭	আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত ছকানুসারে মাসিক, ত্রৈমাসিক, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছকানুসারে এবং ইআরডির ছকানুসারে প্রকল্প সাহায্য সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন;
১৮	সেতু বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, একনেক এবং এনইসি এর চাহিদা মোতাবেক যাবতীয় কার্যাবলী;
১৯	মাসিক উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা সভা আয়োজন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
২০	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/প্রতিবেদন প্রেরণ;
২১	সেতু বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী ও Follow-up;
২২	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত নানাবিধ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
২৩	জাতীয় সংসদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ অন্যান্য স্থায়ী কমিটির সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন, ডকুমেন্ট সংগ্রহ এবং প্রেরন;
২৪	প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং Aide Memorie এর উপর মতামত প্রদান;
২৫	মহান জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;
২৬	মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষ্যে ব্রীফ প্রণয়ন ও প্রেরণ;
২৭	সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণ;
২৮	সচিব কমিটি, মন্ত্রিসভা এবং একনেক সভায় সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়ের অংশগ্রহণের জন্য ব্রীফ প্রণয়ন; এবং
২৯	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত দায়িত্ব/নির্দেশাবলী পালন।

১.৮। সেতু বিভাগের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা

সেতু বিভাগের বর্তমান (পরিশিষ্ট-ক) প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা হালনাগাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৯। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে ০৩ জুলাই ২০২২ তারিখে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র (পরিশিষ্ট-খ) কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা, পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা, বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা, কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি, দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। উল্লেখ্য, এপিএতে ২০২১-২২ অর্থবছরে সেতু বিভাগের স্থান ছিল ১৬তম।

১.১০। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

সেতু বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় (পরিশিষ্ট-গ) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির মোট ৪টি সভা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে ২টি সভা এবং ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া শুদ্ধাচারের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা,

দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়েল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার, ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ, শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০২-১০ নম্বর গ্রেডের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের, উপসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ, ১১-১৬ গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য থেকে মোঃ সাবিদুর রহমান ভুঁইয়া, (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক), সেতু বিভাগ এবং ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য থেকে মোঃ সোহেল রানা, (অফিস সহায়ক), সেতু বিভাগ শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেন।

১.১১। তথ্য অধিকার

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ২(ক)(আ) অনুযায়ী আপিল কর্তৃপক্ষ এবং উক্ত আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য সেতু বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। কোন আবেদন পাওয়া গেলে জরুরিভিত্তিতে আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হয়। সাধারণত কোন আবেদন পেন্ডিং থাকে না।

তথ্য প্রদানের জন্য সেতু বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

আপীল কর্তৃপক্ষ	সচিব, সেতু বিভাগ ফোন: ৫৫০৪০৩৩৩, ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪ ই-মেইল: secretary@bridgesdivision.gov.bd সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	উপসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ ফোন: ৫৫০৪০৩৫১, ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪ মোবাইল: ০১৭৩২৫৯২৩২১ ই-মেইল: dsadmin@bridgedivison.gov.bd সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২
বিকল্প কর্মকর্তা	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ ফোন: ৮৮৫৫০৪০৩৭২, ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪ মোবাইল: ০১৯৯২৭০৫৩৩০ ই-মেইল: sasadmin@bridgesdivision.gov.bd সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২

১.১২। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। উক্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে যেকোন সমস্যা অবহিত করা যাবে। সেতু বিভাগের ওয়েব পোর্টাল: http://www.bridgesdivision.gov.bd/

ক্রম.	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা পদবি: যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)	ফোন: ০২৫৫০৪০৩৬০, ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪ মোবাইল: ০১৭১২৪৪০৩২০ ই-মেইল: jsdev@bridgesdivision.gov.bd সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২ ওয়েব পোর্টাল: http://www.bridgesdivision.gov.bd/	৪০ কার্যদিবস [তদন্তের উদ্যোগ গৃহীত হলে অতিরিক্ত ২০ কার্যদিবস]

২.	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা পদবি: যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	ফোন: +০২৫৫০৪০৩৬০, ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪ মোবাইল: ০১৭৬৮০০৯৪৮২ সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা ১২১২ ফোন: ৫৫০৪০৩০৯ ইমেইল: jsadmin@bridgesdivision.gov.bd	আপিল দাখিলের তারিখ থেকে অনধিক ২০ কার্যদিবস
৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা www.grs.gov.bd	সর্বোচ্চ সময়সীমা ৬০ কার্যদিবস

১.১৩। সেতু বিভাগের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড/অর্জন

(১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এর দক্ষিণ টিউবের পূর্ত কাজের সমাপ্তি উদযাপন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এর দক্ষিণ টিউবের পূর্ত কাজের সমাপ্তি ২৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখ উদযাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রামের পতেঙ্গা প্রান্তে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন প্রান্ত হতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানেলের দক্ষিণ টিউবের পূর্ত কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে ছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের। সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন সমাপ্তি উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিসহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। শীঘ্রই টানেলটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব অংশের সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করবে এবং এইটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযুক্ত হবে। টানেলটি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসন হবে, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে পণ্য পরিবহন সহজতর হবে এবং ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ আরও উন্নত হবে।

(২) ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ নভেম্বর ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ গণভবন প্রান্ত হতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে শুভ উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের । উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ওপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন জনাব মো. মনজুর হোসেন, সচিব, সেতু বিভাগ। এছাড়া, আশুলিয়া বাজারের সন্নিকটে প্রকল্পের কন্সট্রাকশন ইয়ার্ড-৩ তে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিসহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটির সঙ্গে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সংযুক্ত হলে সাভার ইপিজেড হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ৪৪ কিলোমিটার যোগাযোগ করিডোর স্থাপিত হবে। এর ফলে দেশের উত্তরাঞ্চল হতে আগত যানবাহনসমূহ সরাসরি ঢাকা অতিক্রম করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে যাওয়ার সুযোগ লাভ করবে

(৩) জাতীয় শোক দিবস পালন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকীতে ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডে অবস্থিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন-এর নেতৃত্বে সেতু বিভাগের কর্মকর্তাগণ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেতু বিভাগের আওতাধীন সকল কার্যালয়ের মসজিদে জাতির পিতার পরিবারের সকল শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া, বিবিএ-এর অডিটোরিয়ামে "বঙ্গবন্ধুর জীবনালেখ্য ও যোগাযোগ খাতে উন্নয়ন দর্শন"-শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতি ও মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের কর্মকর্তাগণ এতে অংশগ্রহণ করেন।

(৪) মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অডিটোরিয়ামে মহান বিজয় দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে "জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনা সভায় সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন সভাপতি হিসেবে ছিলেন। আলোচনা সভায় সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে সেতু ভবনের নামাজের স্থানে বাদ যোহর বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা করা হয়।

(৫) ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন-এর নেতৃত্বে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সেতু ভবনের অডিটোরিয়ামে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), জনাব ভিখারুদ্দৌলা চৌধুরী আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের কর্মকর্তাগণ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

(৬) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

১৭ই মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন-এর নেতৃত্বে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. মনজুর হোসেন, সচিব, সেতু বিভাগ। আলোচনা সভার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) জনাব আলতাফ হোসেন সেখ। এছাড়া আলোচনা সভায় সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

(৭) ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস পালন এবং ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস পালন এবং ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন" বিষয়ক আলোচনা সভা সেতু ভবনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. মনজুর হোসেন, সচিব, সেতু বিভাগ। আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দেওয়ান সাঈদুল হাসান, অতিরিক্ত সচিব ও উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প। আলোচনা সভায় সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

(৮) মধ্যমেয়াদী বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

বাজেটের ধরন	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫ (প্রক্ষেপণ)
পরিচালন	৬৮৩.০০	৮৯৭.০০	১০২৬.০০
উন্নয়ন	৯,২৮,৯৮৪.০০	৯,০৬,৪২৬.০০	৯,৯৭,০২৯.০০
মোট	৯,২৯,৬৬৭.০০	৯,০৭,৩২৩.০০	৯,৯৮,০৫৫

(৯) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)
১।	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ	১৪০২৩৯.০০	১৪০২৩৯.০০	-	১৩৫১২৭.৩১ (৯৬.৩৬%)	১৩৫১২৭.৩১ (৯৬.৩৬%)	-
২।	সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট	২১৯৩৯.০০	২১৯৩৯.০০	-	২১৯৩২.৯৮ (৯৯.৯৭%)	২১৯৩২.৯৮ (৯৯.৯৭%)	-
৩।	কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ	১৭২১৫৭.০০	৮২০৬৭.০০	৯০০৯০.০০	১৭১৭৯০.৮০ (৯৯.৭৯%)	৮১৭০০.৮১ (৯৯.৫৫%)	৯০০৮৯.৯৯ (১০০.০০%)
৪।	ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	৩৩০০৫৯.০০	১১০০৫৯.০০	২২০০০০.০০	৩২৯৫২৯.২৫ (৯৯.৮৪%)	১০৯৫৮২.৯৯ (৯৯.৫৭%)	২১৯৯৪৬.২৬ (৯৯.৯৮%)
৫।	কচুয়া-বেতাগী সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	২৫০০.০০	২৫০০.০০	-	২০৬৭.৬৮ (৮২.৭১%)	২০৬৭.৬৮ (৮২.৭১%)	-
৬।	পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্ত করণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প	৪৭৩০৮.০০ (স্বঅর্থায়নসহ) [*ব্যয়যোগ্য অর্থ ৪১৩৩০.৫০]	৩৯৮৫০.০০ (*ব্যয়যোগ্য অর্থ ৩৩৮৭২.৫০)	-	৪১২৮৯.৭৩ (৯৯.৯০%)	৩৩৮৩১.৭৩ (৯৯.৮৮%)	
৭।	মোট	৭১৪২০২.০০ (*ব্যয়যোগ্য অর্থ ৭০৮২২৪.৫০)	৩৯৬৬৫৪.০০ (*ব্যয়যোগ্য অর্থ ৩৯০৬৭৬.৫০)	৩১০০৯০.০০	৭০১৭৩৭.৭৫ (৯৯.০৮%)	৩৮৪২৪৩.৫০ (৯৮.৩৫%)	৩১০০৩৬.২৫ **(৯৯.৯৮%)**

* ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পগুলোকে অর্থবিভাগ কর্তৃক এ/বি/সি ক্যাটাগরিকরণের প্রেক্ষিতে পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্ত করণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের অনুকূলে ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ছিল বরাদ্দের ৮৫%।

(১০) পরিচালন বাজেট

২০২২-২৩ অর্থবছরে সেতু বিভাগের জন্য সংশোধিত বরাদ্দকৃত ৪৯৯.৪৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয় ৩০১.৪২ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের ৬০.৩৫%।

(১১) তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে সেতু বিভাগ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর সেতুতে আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধাসহ স্বয়ংক্রিয় টোল সংগ্রহ পদ্ধতি চালু রয়েছে। তাছাড়া, টোল আদায় কার্যক্রমে অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা এবং সেতু দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনসমূহের ওজন নিয়ন্ত্রণে স্বয়ংক্রিয় ওজন স্টেশন চালু রয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সেতু বিভাগ অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ই-জিপি পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। অন্যদিকে তথ্যাদি সংগ্রহেও ডিজিটাল পদ্ধতি চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে Online Grievance Redress System (GRS) পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে যে কেউ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে GRS এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মোট ২৬টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। তাছাড়া, অফিস অটোমেশনের অংশ হিসেবে ই-নথি, ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম চলমান রয়েছে। সাইবার নিরাপত্তার জন্য iBAS++ সংশ্লিষ্ট কম্পিউটারগুলোতে অরিজিনাল অপারেটিং সিস্টেম ও অফিস প্যাকেজ

ব্যবহার করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আইটি অডিটের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এ স্ক্যানার স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা সচেতনার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

(১২) ই-সেবা

সু-সমন্বিত বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে বিদ্যমান সেবাসমূহকে প্রতি বছর নতুন ধরণের ই-সেবায় রূপান্তর করছে সেতু বিভাগ। ই-সেবার আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে স্বয়ংক্রিয় টোল ব্যবস্থাপনা, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু সেতুতে ওজন স্টেশন স্থাপন ও ই-টিকেটিং, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে চাকুরীর আবেদন অনলাইনে গ্রহণের লক্ষ্যে ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ডিজিটাল হাজিরা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে টোল আদায়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল সেবার অংশ হিসেবে সেতু বিভাগের অধীন টাংগাইলস্থ বঙ্গবন্ধু সেতুতে Automatic Vehicle Counter and Traffic Analyzer নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন একটি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এই সিস্টেমটি ১৫.০২.২০২০ তারিখ হতে চলমান রয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায় কাজে ব্যবহৃত সিস্টেমে সঠিকভাবে প্রতিটি গাড়ির টোল আদায় হচ্ছে কিনা সেটি যাচাইয়ের জন্য গাড়ীর সংখ্যা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বর্তমান সিস্টেমের সমান্তরালে টোলের লেনগুলিতে Automatic Vehicle Counter and Traffic Analyzer সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। সিস্টেমটি একটি ভিডিওভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সিস্টেম যা ভিডিও ক্যাপচার করে পূর্বে নির্ধারণকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সেতু পারাপার মুহূর্তে গাড়ীটির শ্রেণী নির্ধারণসহ গণনা করে। গণনার রেকর্ড সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হয়। সিস্টেমটি সেতুর উভয় পাড়ে স্থাপন করা হয়েছে। সিস্টেমটি বাস্তবায়নের ফলে টোল অপারেটর কর্তৃক গণনাকৃত গাড়ির সাথে এই সিস্টেমের গাড়ির গণনা মেলানোর সুযোগ আছে। ফলে টোল আদায় সিস্টেমের মাধ্যমে আদায়কৃত টোলের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু সেতুতে ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন (ETC), সেতু ভবনের প্রবেশদ্বারে ফেস রিকগনিশন এন্ড টেম্পারেচার মেজারমেন্ট সিস্টেম এবং সেতু পারাপারে নাগরিক অভিজ্ঞতা অবহিতকরণ চালু করা হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম টোল প্লাজায় পাইলটিং এর উদ্দেশ্যে ১টি করে ফাস্ট ট্র্যাক Electronic Toll Collection (ETC) লেন চালু করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে এ পদ্ধতিটি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ডিজিটাল সেবা হিসেবে গৃহিত হয় এবং চূড়ান্তভাবে চালু করা হয়। বর্তমানে সেতুর উভয় প্রান্তে ৯টি করে মোট ১৮টি টোল কালেকশন বুথ রয়েছে।

(১৩) সেবা সহজীকরণ

জনগণের দোরগোড়ায় সেবাসমূহ পৌঁছে দিতে সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের নাগরিক, দাপ্তরিক ও অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদানের বিদ্যমান ব্যবস্থা আরো সহজ ও দ্রুততর করা আবশ্যক। সেতু বিভাগে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে টোল গ্রহণ, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থার ভ্যাট/আইটি কর্তনের প্রত্যয়ন পত্র প্রদান, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের অতিরিক্ত নগদ সহায়তা (অনুদান) প্রদান, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু সেতুর ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ইজারা প্রদান, ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেতু বা স্থাপনা পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান এবং বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকার ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সেবাসমূহ সহজীকরণ করা হয়েছে। এ সিস্টেমে বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় বর্তমান ল্যান্ড ইউজ, Investment Plan (Phase Wise) and Web Base LIS tools সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ইজারা ও বিস্তারিত দাগসূচিসহ তথ্য সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সহজেই লীজকৃত এলাকা, লীজবিহীন এলাকা, লীজের আয়, লীজ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা সম্পর্কে তথ্যসহ রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে এবং সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অতিদ্রুত সম্পত্তির হালনাগাদ তথ্য ও লীজ সম্পর্কে জানতে পারছেন। এ সেবাটি দাপ্তরিক সেবা হলেও নাগরিক সেবার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে আবশ্যক। ২০২০-২১ অর্থবছরে দ্রুততম সময়ে মোটর সাইকেলের টোল গ্রহণ এবং সেতু বিভাগের স্টোরের মালামাল স্বল্প সময়ে বরাদ্দ প্রদান সহজীকরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু ব্যবহার করে প্রতিদিন গড়ে ১৬০০০-১৭০০০টি যানবাহন পারাপার হয় যার মধ্যে ৫-১০ শতাংশ থাকে মোটরসাইকেল। বিভিন্ন উৎসবকালীন এ হার অনেক গুণ বেড়ে যায়। সুষ্ঠু ও দ্রুত টোল আদায় এবং যাত্রীদের ভোগান্তির কথা চিন্তা করে দ্রুততম সময় মোটরসাইকেল আরোহীর নিকট থেকে টোল আদায়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু সেতুতে Variable Message Sign (VMS) সার্ভিস চালু করেছে। এ বোর্ডে বিভিন্ন যানবাহনের ভাড়া প্রদর্শিত হয় এবং এটি যানবাহনের চলাচলের নির্দিষ্ট লেন নির্দেশ করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পসূমহে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের ভিসার ক্যাটাগরি পরিবর্তন, ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি, মাল্টিপল সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ইস্যু সংক্রান্ত আবেদনের সেবাটি ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণের সর্বোচ্চ ১০০ দিন পূর্বে আবেদন গ্রহণ ও চেকলিষ্ট অনুযায়ী সংযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে।

(১৪) উদ্ভাবন

সেতু বিভাগের উদ্ভাবন কার্যক্রমের আওতায় অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে Online Grievance Redress System (GRS), Vehicle Tracking System, বিনষ্টযোগ্য কাগজের পুর্নব্যবহার বক্স, ইলেকট্রনিক পাবলিক ডিসপ্লে বোর্ড, সেতু ভবনের আঙিনায় সৌন্দর্যবর্ধণ, সেতু ভবনের বিভিন্ন জায়গায় কক্ষ নির্দেশিকা ইত্যাদি ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সেতু ভবনে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে মোশন ডিটেকশন সেন্সর স্থাপন, বিবিএ গেইট পাস সিস্টেম, বিবিএ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট এবং সচিব/নির্বাহী পরিচালকের দৈনন্দিন কর্মসূচী সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সেতু বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থদের ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত নগদ সহয়তা EFT প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের “সেতু বা স্থাপনা পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান” সেবাটি সহজীকরণের মাধ্যমে সেবাটি ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে।

(১৫) ICT প্রশিক্ষণ ও ই-নথি বাস্তবায়ন

সেতু বিভাগের সকল অধিশাখায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-ফাইলিং) শতভাগ নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমে গতিশীলতা ধরে রাখার লক্ষ্যে ই-ফাইলিং-এর অগ্রগতি প্রতিবেদন মনিটরিং করা হচ্ছে এবং একই সাথে এটুআই কর্তৃক প্রকাশিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাসিক এবং পাক্ষিক ই-ফাইলিং রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে ICT ও ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ই-জিপি পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে সেতু বিভাগের জন্য ই-জিপি আইডি তৈরি করা হয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে মর্মে আশা করা যায়। সেতু বিভাগের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ নিয়মিতভাবে অত্র বিভাগের ফেইসবুক পেইজে আপডেট করা হয়।

(১৬) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সখ্যা
০১	“৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা” বিষয়ক কর্মশালা	১১/০৯/২০২২	৩২
০২	“এসডিজি ২০৩০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কোন পথে বাংলাদেশ এবং সেতু বিভাগের ভূমিকা” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০/০৯/২০২২	৩৬
০৩	“অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০/১০/২০২২	৩০
০৪	“জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭ /১০/ ২০২২	৩০
০৫	“তথ্য অধিকার আইন (RTI), ২০০৯” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২২/১১/ ২০২২	৩০
০৬	“সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার)” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৮/১১/ ২০২২	৩৫
০৭	“ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৬/১২/২০২২	৩৫
০৮	“তথ্য অধিকার আইন (RTI), ২০০৯” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৮/১২/ ২০২২	৩৫
০৯	“Era of New National Planning” বিষয়ক লার্নিং সেশন	১৪/১২/২০২২	৫০
১০	“উদ্ভাবন ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লব” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭/১২/২০২২	৩০
১১	“Global Economic Crisis and Disruption of Supply Chain: Impact on Bangladesh” বিষয়ক এক লার্নিং সেশন	১১/০১/২০২৩	৩৫
১২	“সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার)” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮/০১/২০২৩	৩৫
১৩	“তথ্য অধিকার আইন (RTI), ২০০৯” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৬/০২/২০২৩	৩০
১৪	“পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন এন্ড ই-গভর্ন্যান্স” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫/০২/২০২৩	৩০
১৫	“উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন” বিষয়ক লানিং সেশন	০২/০৩/২০২৩	৪৫
১৬	“অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৮/০৩/২০২৩	৩০
১৭	“হার্ট অ্যাটাক: প্রতিরোধ এবং প্রতিকার” বিষয়ক লার্নিং সেশন	০৬/০৪/২০২৩	৩৫
১৮	“২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন” বিষয়ক কর্মশালা	১৬/০৪/২০২৩	২৫

১৯	“Employee Management System (EMS)”- এ কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত ডাটা এন্ট্রিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮/০৫/২০২৩	১৪
২০	“সরকারি চাকুরি আইন, ২০১৮ ও চাকুরি সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১/০৬/২০২৩	৩০
২১	“সরকারি ক্রয়ে ভ্যাট বিষয়ক অস্পষ্টতা দূরীকরণ” বিষয়ক লার্নিং সেশন	০৫/০৬/২০২৩	৩৫
		মোট =	৬৮৭

(১৭) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ

২০২২-২৩ অর্থ বছরে সেতু বিভাগের মোট ৩৭ (সাঁইত্রিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী বিভাগ বহির্ভূত ০২টি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।:

ক্র. নং	বিষয়	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কোর্স, আচরণ ও শৃঙ্খলা কোর্স	আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	০৭ (সাত) জন	জুলাই-ডিসেম্বর/২০২২ মেয়াদে
০২.	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা	৩০ (ত্রিশ) জন	১০ জুন, ২০২৩ হতে ১২ জুন, ২০২৩
		মোট	৩৭ জন	

(১৮) অডিট সংক্রান্ত তথ্য

অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

(১৯) মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

জুন ২০২৩ পর্যন্ত সেতু বিভাগের কোন ধরণের মামলা নেই।

১.১৩। আইন, বিধি ও নীতিমালা

০১. যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩৪ নং অধ্যাদেশ)
০২. পুনর্বাসন পুস্তিকা ১৯৯৪
০৩. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ২০২০
০৪. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৬
০৫. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্লাট ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর নীতিমালা-২০২০
০৬. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ নীতিমালা ২০১৯
০৭. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা ২০১০ (সংশোধিত ১৫ নভেম্বর ২০১৬)
০৮. ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পুস্তিকা ২০১৬
০৯. ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন ২০১১
১০. পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন ২০০৯
১১. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০৮

১২. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন জমিতে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য জমি ও স্থাপনা অস্থায়ীভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে প্রণীত নির্দেশিকা ২০০৮

১.১৪। ২০২২-২৩অর্থবছরে কর্মরত ১-৯ গ্রেডের কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

২০২২-২৩ অর্থবছরে সেতু বিভাগে কর্মরত ১-৯ গ্রেডের কর্মকর্তার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মো. মনজুর হোসেন, সচিব	৫৫০৪০৫৫৫, ০১৭০০৭১৬৩০০
২.	জনাব রশিদুল হাসান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	৫৫০৪০৩০৪, ০১৭৬৮০০৯৪৮২
৩.	জনাব রাহিমা আক্তার, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)	৫৫০৪০৩৩৪, ০১৭১২৪৪০৩২০
৪.	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের, উপসচিব (প্রশাসন)	৫৫০৪০৩৫১, ০১৭৩২৫৯২৩২১
৫.	জনাব দুলাল চন্দ্র সূত্রধর, উপসচিব (বাজেট)	৫৫০৪০৩৭১, ০১৭১১১৬০০৬৬
৬.	জনাব মোঃ আবুল হাসান, উপসচিব (উন্নয়ন)	৫৫০৪০৩৫২, ০১৬১২৬১৬০৯২
৭.	জনাব মোঃ আলমগীর হুসাইন, সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন) (বদলি)	৫৫০৪০৩৮০, ০১৯২৩০৫১৯০৭
৮.	জনাব সালমা খাতুন, সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন)	৫৫০৪০৩৩২, ০১৭১৭০৮৬৪৫৩
৯.	জনাব এ. এস. এম. রিয়াদ হাসান গৌরব, সচিবের একান্ত সচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব	৫৫০৪০৩২০, ০১৭০০৭১৬৩১১
১০.	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট)	৫৫০৪০৩৭২, ০১৯৯২৭০৫৩৩০
১১.	জনাব সৈয়দা ফিরোজা ফরহাদ, প্রোগ্রামার	৫৫০৪০৩৪৩, ০১৯১৭০৭০৪১
১২.	জনাব খান শাহানুর আলম, সহকারী সচিব (প্রশাসন) (বদলি)	৫৫০৪০৩৭২, ০১৯৯২৭০৫৩৩০
১৩.	জনাব মোঃ ইমাম মেহেদী, সহকারী প্রোগ্রামার	৫৫০৪০৩৩২, ০১৭২৩৬৮৭৭২১
১৪.	জনাব আতিকুর রহমান, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	৫৫০৪০৩৩২, ০১৭১০৪০৩৫৭৩

১.১৫। সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণের নাম ও দায়িত্বকালঃ

সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবগণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্রম	নাম	হইতে	পর্যন্ত
১	সি কিউ কে মুসতাক আহমেদ	০৭-০৪-২০০৮	০৯-০৩-২০০৯
২	মো আবদুল করিম	০৯-০৩-২০০৯	২৮-০৬-২০০৯
৩	মো জাহিদ হোসেন	২৩-০৭-২০০৯	০৩-০২-২০১০
৪	মোঃ মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া এনডিসি	০৩-০২-২০১০	১৪-১১-২০১১
৫	খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম	১৪-১১-২০১১	১২-০৭-২০১৭
৬	খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম	১৩-০৭-২০১৭	২৮-১০-২০১৯
৭	মোঃ বেলায়েত হোসেন	২৮-১০-২০১৯	৩০-০৫-২০২১
৮	মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক	৩১-০৫-২০২১	০২-০১-২০২২
৯	মো. মনজুর হোসেন	০৩-০১-২০২২	বর্তমান

দপ্তর/সংস্থা

২.১। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১৯৮৫ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়; যা পরবর্তীতে কার্যপরিধি বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠন করে ১৯ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখের ৩৮ নম্বর অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ নামে পরিচিতি লাভ করে। অধ্যাদেশটি ২০০৯ সালের ৫৬ নং আইনে পরিনত হয়। ২৪ জুলাই ২০১৬ তারিখ Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No XXXIV of 1985) রহিতক্রমে 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬' (২০১৬ সনের ৩৪ নং আইন) জাতীয় সংসদে পাস হয় যা ০১ আগস্ট ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

২.২। প্রধান কার্যাবলী

(ক) ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টানেল, ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, সাবওয়ে, রিংরোড নির্মাণের জন্য জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা এবং কারিগরি গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(খ) সরকারের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনা নির্মাণের উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) সরকারী বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ এবং সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে উহার বাস্তবায়ন এবং

(ঘ) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন স্থাপনার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

২.৩। **বোর্ডের গঠন**

ক.	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী	চেয়ারম্যান
খ.	সচিব, সেতু বিভাগ	ভাইস-চেয়ারম্যান
গ.	সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঘ.	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
ঙ.	সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
চ.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
ছ.	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
জ.	সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঝ.	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
ঞ.	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
ট.	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
ঠ.	সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
ড.	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	সদস্য
ঢ.	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
ন.	নির্বাহী পরিচালক	সদস্য-সচিব

২.৪ । জনবল

অনুমোদিত পদ			পুরণকৃত পদ			শূন্যপদ		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১৬৬	২২০	৩৮৬	১১৭	১১৩	২৩০	৪৯	১০৭	১৫৬

২.৫। নিয়োগ ও পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
৯	২	১১	৪	৪৫	৪৯	-

২.৬। বিভিন্ন অনুবিভাগভিত্তিক দায়িত্ব

(১) পরিচালক (প্রশাসন)

১.কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
২. মাসিক সমন্বয় সভাসহ অন্যান্য সভা/সেমিনার আয়োজন;
৩. পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণসহ টিওএন্ডই সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৪. কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, অর্জিত ছুটি মঞ্জুর, শৃঙ্খলা ও সার্ভিস রেকর্ড সংরক্ষণ;
৫. বিভিন্ন কমিটি গঠনসহ অফিস আদেশ জারিকরণ;
৬. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন;
৭. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ট্রাস্টি বোর্ড-এর কার্যক্রম পরিচালনা;
৮. আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবালী;
৯. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষে দেশি-বিদেশি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর;
১০. যানবাহন ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
১১. ভূ-সম্পত্তি অধিগ্রহণ, গেজেট প্রকাশ, নাম জারিকরণ এবং রেকর্ড পত্রাদি সংরক্ষণ;
১২. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জমি ও স্থাপনার ব্যবস্থাপনা ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ;
১৩. তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান কর্মকর্তা নিয়োগ;
১৪. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ;
১৫. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও এর অধীন প্রকল্পসমূহের মামলা পরিচালনা;
১৬. কেপিআইসহ সকল স্থাপনার সার্বিক নিরাপত্তা কার্যক্রম তদারকিকরণ;
১৭. সেতু ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, অফিস, বাসাবাড়ি, মেস বরাদ্দ ও এতদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ;
১৮. পুরাতন গাড়ি, ফার্নিচার, অফিস সরঞ্জামাদি অকেজো ঘোষণা ও নিলামের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থাকরণ;
১৯. স্টেশনারি, অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফ্যাক্স, স্ক্যানার ইত্যাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ;
২০. ভান্ডার পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনা;
২১. টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল সংযোজন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
২২. ওয়েব পোর্টালের ব্যবস্থাপনা;
২৩. লাইব্রেরির জন্য দৈনিক পত্রিকা, বইপত্র, জার্নাল, ম্যাগাজিন, সাময়িকী ইত্যাদি ক্রয় ও সংরক্ষণ;
২৪. প্রটোকল, জনসংযোগ ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
২৫. জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন;
২৬. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণ, বার্ষিক ক্রীড়া ও বিনোদনের আয়োজন; এবং
২৭. কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতে অন্যান্য কার্যাবলী।

(২) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

১. উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত টিপিপি, জরিপ/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব, পিডিপিপি, ডিপিপি প্রণয়ন;
২. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব প্রণয়ন, নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ;
৩. উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বাজেট বিভাজন প্রণয়ন, বিভাজন আদেশ জারি এবং অর্থ ছাড়করণ সংক্রান্ত কার্যাদি;
৪. সেতু বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো, বাজেট প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
৫. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা গ্রহণ;
৬. প্রকল্পের PIC সভার আয়োজন;
৭. কর্তৃপক্ষের পিপিপি সেলের কার্যক্রম পরিচালনাসহ পিপিপি প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
৮. সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন;
৯. একনেক সভায় সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়ের অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন;
১০. উন্নয়ন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশ বিষয়াদি মনিটরিং;
১১. উন্নয়ন প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সেতু বিভাগে প্রেরণ;
১২. আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত ছক অনুসারে মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সেতু বিভাগে প্রেরণ;
১৩. ইআরডি'র প্রমাপ অনুসারে প্রকল্প সাহায্য সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;

১৪. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ/সংশ্লিষ্ট ডিভিশনে তথ্যাদি প্রেরণ;
১৫. প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্যাদি সংবলিত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;
১৬. প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং Aide Memoire-এর উপর মতামত প্রদান;
১৭. উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
১৮. সমাপ্ত প্রকল্পের PCR প্রণয়ন;
১৯. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছক অনুসারে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ;
২০. প্রকল্পের সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে সভা আয়োজন;
২১. পুনর্বাসন ভিলেজে পুনর্বাসন, প্লট হস্তান্তর ইত্যাদি কার্যক্রম;
২২. বনায়নসহ পরিবেশ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
২৩. জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন, অনুমোদন এবং প্রেরণ;
২৪. সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ অন্যান্য কমিটির সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
২৫. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রস্তুত, স্বাক্ষর এবং সেতু বিভাগে প্রেরণ;
২৬. বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বিভিন্ন প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজ; এবং
২৭. কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতে অন্যান্য কার্যাবলী।

(৩) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

১.আর্থিক হিসাব সংরক্ষণ (ক্যাশ ও ব্যাংক ভাউচার, জার্নাল ভাউচার, ক্যাশবুক, লেজার, ভ্যাট ও আয়কর রেজিস্টার, পার্টি রেজিস্টার, চেক রেজিস্টার);
২. বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ ;
৩. iBAS++ এর বাজেট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
৪. বাসেক এর বিভিন্ন আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাদি;
৫. আর্থিক বিষয়ে মতামত প্রদান;
৬. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন তৈরী এবং প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৭. এক্সটার্নাল/ইন্টার্নাল অডিট কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৮. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৯. ইজারা, টোল ইত্যাদি রাজস্ব আদায়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;
১০. বিভিন্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিল, কনসালটেন্টদের ইনভয়েসসহ যাবতীয় বিল ও দাবিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
১১. উৎসে কর ও ভ্যাট কর্তন ও পরিশোধের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
১২. দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ/ফান্ড ও ঋণের সুদের হিসাব সংরক্ষণ, বৈদেশিক ঋণের Amortization Schedule সংক্রান্ত কার্যাদি এবং ঋণ পরিশোধ (DSL) সংক্রান্ত কার্যাদি;
১৩. অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী সমন্বয় ও বাস্তবায়ন এবং কর্মসূচি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;
১৪. বাসেক এর অধীন সকল সেতু, টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোল ও ট্যারিফ নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
১৫. টোল আদায়, অবচয় তহবিল গঠন ও তহবিল (FDR, STD) ব্যবস্থাপনা;
১৬. টোল আদায়ের হিসাবসহ অন্যান্য হিসাব সংরক্ষণ;
১৭. আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা তদারকি এবং আয়কর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
১৮. আউটসোর্সিংসহ সকল প্রকার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন, ভাতাদি ও ভ্রমণ ভাতা বিল পরিশোধ;
১৯. সিপিএফ ফান্ড, গৃহ মেরামত ও গৃহ নির্মাণ, মোটর গাড়ি/মোটর সাইকেল ও কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণ অগ্রিমের বিল প্রস্তুতকরণ, পরিশোধকরণ এবং আদায়করণ;
২০. বাসেক এ নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কন্ট্রিবিউটরি তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ ও ফান্ড ম্যানেজমেন্ট;
২১. কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের শেষ বেতনের প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা, বার্ষিক বেতন বিবরণী এবং আয়কর প্রত্যয়নপত্র প্রদান;
২২. বাসেক ট্রাস্টি বোর্ড এর আর্থিক হিসাব সংরক্ষণ ও তহবিল (FDR, STD) ব্যবস্থাপনা; এবং

২৩. কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৪) প্রধান প্রকৌশলী (কারিগরি)

১. নতুন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা, টেকনিক্যাল রিপোর্ট ও কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ;
২. নতুন প্রকল্পের টিপিপি, পিডিপিপি ও ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত সহায়তাকরণ;
৩. কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ভৌত কাজ ও ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ডিজাইন প্রণয়ন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ;
৪. সংশ্লিষ্ট কাজের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৫. দরপত্র দলিল প্রস্তুত, দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন, কার্যাদেশ প্রদান, চুক্তি সম্পাদন;
৬. সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ বিভিন্ন সেবা ক্রয়ের জন্য পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংক্রান্ত ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ, চুক্তি সম্পাদন;
৭. নিয়োজিত ঠিকাদার/পরামর্শকের দাবিকৃত বিল যাচাই ও পরিশোধের সুপারিশ;
৮. সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ উন্নয়ন প্রকল্প এবং অন্যান্য ভৌত ও সেবা কাজের বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং;
৯. কারিগরি বিষয়ে মতামত প্রদান; এবং
১০. কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতে অন্যান্য কার্যাবলী।

(৫) পরিচালক (অপারেশন এ্যান্ড মেইনটেন্যান্স)

১. সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামোর অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত, দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন ও প্রক্রিয়াকরণ;
২. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সেতুসমূহ ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহের টোল আদায় কার্যক্রমের প্রাক্কলন প্রস্তুত, টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াকরণ;
৩. অপারেশন মেইনটেন্যান্স এবং টোল আদায় কাজের কারিগরি পরিদর্শন এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ;
৪. টোল সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও অডিট ব্যবস্থাপনা কাজ সম্পাদন;
৫. কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সেতু, টানেলসহ অন্যান্য স্থাপনাসমূহের অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স কাজ মনিটরিং করা;
৬. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সাইট অফিস, সার্ভিস এরিয়া, মেস, ডরমিটরি, বাসা ইত্যাদি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; এবং
৭. কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতে অন্যান্য কার্যাবলী।

২.৭। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ হালনাগাদকৃত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা ১১ মে ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১১তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়।

২.৮। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর মধ্যে ২৯ জুন ২০২২ তারিখ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা, পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা, বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা, দাপ্তরিক কার্যক্রমের মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা, সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

২.৯। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির মোট ৪টি সভা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে ২টি সভা, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ০২টি প্রশিক্ষণ, প্রকল্পের PIC ও PSC সভার আয়োজন এবং চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন এবং বিলম্বের ক্ষেত্রে দুর্বলতার দিকসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খসড়া প্রণয়ন, ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার, ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ, শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি

প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ০২-০৯ নম্বর গ্রেডের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে জনাব মোঃ রূপম আনোয়ার, পরিচালক (প্রশাসন), ১০-১৬ এবং ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য থেকে যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, প্রসেস সার্ভার শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেন।

২.১০। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter)

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সর্বময় ক্ষমতার উৎস জনগণ। জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থ তথা সাধারণ নাগরিকের সেবা প্রদানের অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারি দপ্তরসমূহের মাধ্যমে নাগরিকগণ যাতে সহজে, সুলভে ও বিড়ম্বনাহীনভাবে সেবা পেতে পারেন, তা নিশ্চিতকরণের জন্য দেশের অন্যান্য সরকারি দপ্তরের ন্যায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ইতোমধ্যে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা নাগরিক সনদ (Citizen’s Charter) প্রচলন করা হয়েছে। এ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিতে নাগরিক সেবা, দাপ্তরিক সেবা, অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদানের সময়সীমা, সেবার সহজলভ্যতা, সেবা গ্রহণে কোন নাগরিক সংক্ষুব্ধ হলে তার প্রতিকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে।

২.১১। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS)

২০২২-২৩ অর্থবছরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় (GRS) প্রাপ্ত মোট ১৩টি অভিযোগের মধ্যে ১৩টি-ই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে যে কোন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা যাবে:

ক্রম.	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) পদবী: পরিচালক (প্রশাসন)	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা ১২১২ ফোন: +৮৮০২৫৫০৪০৩১০ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১০ ইমেইল: dir-admn@bba.gov.bd GRS লিঙ্ক: http://site.bba.gov.bd/grs/	৪০ কার্যদিবস [তদন্তের উদ্যোগ গৃহীত হলে অতিরিক্ত ২০ কার্যদিবস]
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা কোন কারণে অনুপস্থিত থাকলে	বিকল্প কর্মকর্তা পদবী: পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা ১২১২ ফোন : +৮৮০২৫৫০৪০৩১১ মোবাইল : ০১৭০০৭১৬৩০২ ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৮৮৮ ইমেইল: dir-finance@bba.gov.bd	---
৩	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা পদবী: যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) সেতু বিভাগ	সেতু বিভাগ, বনানী, ঢাকা ১২১২ ফোন: +৮৮০২৫৫০৪০৩৬০ মোবাইল: +৮৮০১৭১২৪৪০৩২০ ফ্যাক্স: +৮৮০২৫৫০৪০৮৮৮ ইমেইল: jsdev@bridgesdivision.gov.bd	আপিল দাখিলের তারিখ থেকে অনধিক ২০ কার্যদিবস
৪	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা www.grs.gov.bd	সর্বোচ্চ সময়সীমা অনধিক ৬০ কার্যদিবস।

২.১২। তথ্য অধিকার

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ২(ক)(আ) অনুযায়ী আপিল কর্তৃপক্ষ এবং এই আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৪৫টি আবেদন প্রাপ্তির বিপরীতে ৪৫টির তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

ক্রম.	কর্মকর্তার পদবী	যোগাযোগের ঠিকানা
০১.	আপিল কর্তৃপক্ষ নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	ফোন: +৮৮০২৫৫০৪০৩৩৩, ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০০ ই-মেইল: ed@bba.gov.bd সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২
০২.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	ফোন: +৮৮০২৫৫০৪০৩১৫ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৮ ওয়েবসাইট: www.bba.gov.bd ইমেইল: addldir-admn@bba.gov.bd সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২
০৩.	বিকল্প কর্মকর্তা অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	ফোন: +৮৮০২৫৫০৪০৩১৪ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৯ ই-মেইল: addldir-fa@bba.gov.bd সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২

২.১৩। অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি

০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলো:

সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি (২০২১-২২ অর্থবছরের অডিট আপত্তির সংখ্যা জেরসহ)	২০২২-২৩ অর্থবছরের অডিট আপত্তি	ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ	সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	২২৯টি (১১০২৬.৯০ কোটি টাকা)	৯০টি (৬০১৩.৩৩ কোটি টাকা)	১৮৭টি	১৪৫টি	৮০২৫.৪২ কোটি টাকা	১৭৪টি	৯০১৪.৮২ কোটি টাকা

২.১৪। মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

বাংলাদেশস সেতু কর্তৃপক্ষের চলমান মামলাসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রম.	বিবরণ	জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট মামলা	২০২২-২৩ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলা		মন্তব্য
			পক্ষে	বিপক্ষে	
০১.	সুপ্রিম কোর্ট (আপিল বিভাগ)	০২	-	-	-
০২.	সুপ্রিম কোর্ট (হাই কোর্ট বিভাগ)	২৩	০২	-	-
০৩.	জেলা জজ আদালত ও অন্যান্য অধস্তন আদালত	১২৮	০৫	-	-
০৪.	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল	০১	-	-	-
	সর্বমোট	১৫৪	০৭	-	-

২.১৫। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

(১) পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণের কিস্তি পরিশোধ

অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তি বাবদ ৩১৬,৯০,৯৭,০৪৯ টাকা (তিনশত ষোল কোটি নব্বই লক্ষ সাতানব্বই হাজার উনপঞ্চাশ) ০৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তি বাবদ ৩১৬,০২,৬৯,০৯৩ টাকা (তিনশত ষোল কোটি দুই লক্ষ উনসত্তর হাজার তিরাবনব্বই) ১৯ জুন ২০২৩ তারিখ পরিশোধ করা হয়েছে। উভয় অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য গৃহীত ৩০১৯৩ কোটি টাকা আগামী ৩৫ বছরে অর্থাৎ ২০৫৭ সাল পর্যন্ত ১% সুদসহ ১৪০টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করবে।

(২) ২০২১-২২ কর বছরে "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ খাতে ১ম সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী" বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সোনার বাংলা বিনির্মাণে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ নিয়মিত কর প্রদান করে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ২০২১-২২ কর বছরে "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ খাতে ১ম সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী" নির্বাচিত হয়েছে। সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন এর পক্ষে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) জনাব আলতাফ হোসেন সেখ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম এর নিকট হতে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।

(৩) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কাজের জন্য অপারেটর নিয়োগ

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল"- এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কাজের জন্য China Communications Construction Company (CCCC)- কে পাঁচ বছর মেয়াদে অপারেটর হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ০৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং China Communications Construction Company Ltd (CCCC)- এর মধ্যে ৯৮৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৪) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১২ ও ১১৩তম বোর্ড সভা মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে যথাক্রমে ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ এবং ০৭ মে ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা দু'টিতে বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায় কাজের অপারেটর নিয়োগ, বঙ্গবন্ধু সেতুর Pot Bearing এর ত্রুটি সংশোধন, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন সংশোধন, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর ডাক্ট ব্যবহার নির্দেশিকা, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প এর পুনর্বাসন ভিলেজে ফ্ল্যাট বরাদ্দ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল-এর টোল হার নির্ধারণ, পদ্মা সেতুতে নির্মিত ৭৬২ মিমি গ্যাস পাইপলাইন রক্ষণাবেক্ষণ, হস্তান্তর গ্রহণ ও ট্যারিফ পরিশোধ এবং পদ্মা সেতুতে নির্মিত ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, হস্তান্তর গ্রহণ ও ট্যারিফ পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৫) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল হতে আদায়কৃত টোল ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং যমুনা ব্যাংক লিমিটে এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল হতে আদায়কৃত টোল ব্যবস্থাপনার নিমিত্তবাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং যমুনা ব্যাংক লিমিটেড এর মধ্যে ৩০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৬) পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্বাসন এলাকায় স্থাপিত ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সরকারিকরণ

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্বাসন এলাকায় স্থাপিত ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সরকারিকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনাব মো. মনজুর হোসেন, সচিব, সেতু বিভাগ ও নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে এ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

(৭) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালন বাজেট, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প এবং মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে আয়োজিত প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা নিম্নরূপ:

ক্রম.	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ক্যাটাগরি
১.	Introduction of Bridges, Typologies and Case Study of Bridges	০৯/০৬/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
২.	Geotechnical Investigation Procedure and Reporting	০৫/০৭/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৩.	Workshop on Establishment of Bridge Research Institute and Training Center	০৬/০৭/২০২২	৩২ জন	কর্মশালা
৪.	Training on Traffic Rules and Maintenance of Vehicles	২০/০৭/২০২২	২৩ জন	প্রশিক্ষণ
৫.	আর্থিক শৃঙ্খলা ও বিধি-বিধান: অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৪/০৭/২০২২	২৮ জন	প্রশিক্ষণ
৬.	Training on Office Management	১০/০৮/২০২২	২৯ জন	প্রশিক্ষণ
৭.	Workshop on Land Use Plan of Bangabandhu Setu Site	১১/০৮/২০২২	২৯ জন	কর্মশালা
৮.	ই-নথি	১৭/০৮/২০২২	২৮ জন	প্রশিক্ষণ
৯.	Training on Office Management	৩১/০৮/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
১০.	সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০/০৯/২০২২	২৯ জন	প্রশিক্ষণ
১১.	পদ্মা ওএন্ডএম কোম্পানী গঠন বিষয়ক ওয়ার্কশপ	২৭/০৯/২০২২	৩০ জন	কর্মশালা
১২.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৮/০৯/২০২২	৩৮ জন	প্রশিক্ষণ
১৩.	মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন সহায়ক নির্দেশিকা (সংশোধিত-২০২২) বিষয়ক ওয়ার্কশপ	০২/১০/২০২২	২৫ জন	কর্মশালা
১৪.	ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১১/১০/২০২২	২৭ জন	প্রশিক্ষণ
১৫.	Traffic Surveys, Introduction to Transport Modelling	১৯/১০/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
১৬.	Training on Global Economic Scenario: Challenges for Bangladesh	২০/১০/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
১৭.	Training on ibas++ System	১৩/১০/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
১৮.	Training on NID Related Issues	২৪/১০/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
১৯.	নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এবং এসিআর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০/১০/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
২০.	Training on Traffic Rules, Road Signs & Signals	৩১/১০/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
২১.	Training on Public Financial Management	১৫/১১/২০২২	২৯ জন	প্রশিক্ষণ
২২.	Training on Submission of Income Tax Returns and Related Tax Laws	১৭/১১/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
২৩.	সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৪/১১/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
২৪.	Workshop on Office Manners and Etiquette	২৭/১১/২০২২	৩৫ জন	কর্মশালা
২৫.	বিভিন্ন আর্থিক বিধি-বিধান সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	২৯/১১/২০২২	২৯ জন	প্রশিক্ষণ
২৬.	সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ অনুযায়ী নোট লিখন বিষক প্রশিক্ষণ	১২/১২/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ

২৭.	Training on Procurement: An Overview and Bangladesh Service Rules (Part-2)	১৩/১২/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
২৮.	Construction Methodology of Bridges	১৩/১২/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
২৯.	Training on Bangladesh Service Rules (Part-1)	১৮/১২/২০২২	২৮ জন	প্রশিক্ষণ
৩০.	Training on Insurance Policy for Construction Projects	১৯/১২/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৩১.	Workshop on ACR Management	২০/১২/২০২২	৩৬ জন	কর্মশালা
৩২.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১/১২/২০২২	৩৩ জন	প্রশিক্ষণ
৩৩.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২২/১২/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৩৪.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৩০/১২/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৩৫.	চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক কর্মশালা	৩১/১২/২০২২	৩০ জন	কর্মশালা
৩৬.	সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩/০১/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৩৭.	সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-২০১৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৯/০১/২০২৩	২৯ জন	প্রশিক্ষণ
৩৮.	Training on Bridge Construction, Maintenance & Management: Role of Employer & Engineer	১৭/০১/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৩৯.	Training on Financial Management in Bangladesh	২২/০১/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৪০.	Training on Office Manners & Etiquette	২৩/০১/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৪১.	Training on Monitoring & Evaluation of Development projects	২৪/০১/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৪২.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩১/০১/২০২৩	৩৪ জন	প্রশিক্ষণ
৪৩.	Training on Negotiation Techniques and Conflict Management	০২/০২/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৪৪.	Training on GIS for Urban Planning and Development	০৫/০২/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৪৫.	সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৭/০২/২০২৩	২৯ জন	প্রশিক্ষণ
৪৬.	সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪: নোট লিখন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৯/০২/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৪৭.	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৩/০২/২০২৩	৩৫ জন	প্রশিক্ষণ
৪৮.	ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮/০২/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৪৯.	Training on Fund Management for Development Projects	১৯/০২/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৫০.	Training on Public Procurement Management	০১/০৩/২০২৩	২৯ জন	প্রশিক্ষণ
৫১.	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মকর্তাদের ভূমিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৬/০৩/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৫২.	Training on Smart Bangladesh: Land Digitalization	১৬/০৩/২০২৩	২৯ জন	প্রশিক্ষণ
৫৩.	Training on Traffic Rules, Road Signs and Signals	১৯/০৩/২০২৩	২৮ জন	প্রশিক্ষণ
৫৪.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক ওয়ার্কশপ	২০/০৩/২০২৩	৩৫ জন	কর্মশালা
৫৫.	Training on Office Management	২২/০৩/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৫৬.	Economic and Financial Evaluation as Aspect of Feasibility of a Project	২২/০৩/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৫৭.	আর্থিক শৃঙ্খলা ও বিধি-বিধান: অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি বিষয়ক ওয়ার্কশপ	২৩/০৩/২০২৩	৩৫ জন	কর্মশালা

৫৮.	শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৯/০৩/২০২৩	৩৬ জন	প্রশিক্ষণ
৫৯.	সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ অনুযায়ী খসড়া প্রস্তুতকরণ বিষয়ক ওয়ার্কশপ	০৬/০৪/২০২৩	৩৫ জন	কর্মশালা
৬০.	Training on Effective Leadership in Facilitating Change in an Organization through Improvement and Innovation	১১/০৪/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৬১.	সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৭/০৪/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৬২.	Training on Manners and Etiquette Concerning Negotiations with Foreign Counterpart	৩০/০৪/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৬৩.	সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ বিষয়ক ওয়ার্কশপ	০৮/০৫/২০২৩	৩৫ জন	কর্মশালা
৬৪.	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক ওয়ার্কশপ	০৯/০৫/২০২৩	৩৩ জন	কর্মশালা
৬৫.	Training on Health and Workplace Safety	১১/০৫/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৬৬.	Training on Effective Budget and Budgetary Control	১৫/০৫/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৬৭.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৫/০৫/২০২৩	৩৬ জন	প্রশিক্ষণ
৬৮.	Training on The Economy of Bangladesh: Recent Trends, Challenges and Way Forward	৩০/০৫/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৬৯.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩১/০৫/২০২৩	৩৫ জন	প্রশিক্ষণ
৭০.	বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১ ও ২) বিষয়ক ওয়ার্কশপ	০৬/০৬/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৭১.	Training on Disaster Management	০৭/০৬/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৭২.	Training on Office Manners & Etiquette	০৮/০৬/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৭৩.	Training on Medium-Term Budget Framework (MTBF) Process in Bangladesh	১৩/০৬/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৭৪.	Transport modelling, 4-stages Macroscopic Simulation	১৯/০৬/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৭৫.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০/০৬/২০২৩	৩৫ জন	প্রশিক্ষণ
৭৬.	Training on Cyber Security	২৬/০৬/২০২৩	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
	মোট	২২৯৩ জন		

(৮) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর ১০৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এ মোট ১০টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ক্রম.	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	কর্মস্থলের বাইরে শর্ট কোর্স প্রশিক্ষণ	০৩-০৫ ডিসেম্বর ২০২২	২৫ জন	বিয়াম ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার
২.	কর্মস্থলের বাইরে শর্ট কোর্স প্রশিক্ষণ	২৫-২৭ ডিসেম্বর ২০২২	২৮ জন	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই) খাদিমনগর, সিলেট।
৩.	সচিবালয় নির্দেশমালা ও সরকারি	৩-৪ মার্চ ২০২৩	০৫ জন	বিআইএম

	হিসাব পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ			
৪.	Training on Accounts Management for Staff and Executive	৩-৪ মার্চ ২০২৩	০১ জন	বিআইএম
৫.	Training on Digital Transformation in Government Officess	৫-১৬ মার্চ ২০২৩	০৫ জন	বিআইএম
৬.	Training on Protocol formalities and Articulation	১২-১৬ মার্চ ২০২৩	০২ জন	বিএসটিডি
৭.	Training on Managing Human Resources and Organization	১২-২৩ মার্চ ২০২৩	০২ জন	বিআইএম
৮.	Training on Cyber Security	০৯-১৩ এপ্রিল ২০২৩	০২ জন	এনএপিডি
৯.	Training on Effective Managerial Communication	০৯-১১ মে ২০২৩	৫ জন	বিআইএম
১০.	কর্মস্থলের বাইরে শর্ট কোর্স প্রশিক্ষণ	০৩-০৫ জুন ২০২৩	২৯ জন	পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া
মোট		১০৪ জন		

(৯) ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও শতভাগ ই-নথি বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সকল অনুবিভাগে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-ফাইলিং) শতভাগ নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমে গতিশীলতা ধরে রাখার লক্ষ্যে এটুআই কর্তৃক প্রকাশিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাসিক এবং পাক্ষিক ই-ফাইলিং রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করা হয়। কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে ICT ও ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রম ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।

(১০) বিভিন্ন সেতু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত আদায়কৃত টোলের পরিমাণ

(১) বঙ্গবন্ধু সেতু

অর্থ-বছর	সেতু পারাপারে যানবাহন সংখ্যা	আদায়কৃত টোল (কোটি টাকায়)
১৯৯৭-১৯৯৮ (২৩ জুন, ১৯৯৮ হতে)	২৭৬৫১	০.৯৯
১৯৯৮-১৯৯৯	৮৯২১৪৯	৬১.২৭
১৯৯৯-২০০০	৯৩০৬৫৯	৬৬.৯৪
২০০০-২০০১	১১১০০৭০	৮২.৮৪
২০০১-২০০২	১২২২৯১৯	৯৩.৫৮
২০০২-২০০৩	১৩৭৫০০৯	১০৮.৭২
২০০৩-২০০৪	১৬৩২২০৫	১৩১.০৮
২০০৪-২০০৫	১৮৭৬৩৬৩	১৫২.০০
২০০৫-২০০৬	১৯৮৭৯৮৪	১৫৭.৯৭
২০০৬-২০০৭	২১৭২৪৬৩	১৭৩.৭৬
২০০৭-২০০৮	২৫৩৯৪২১	২০১.৯৬
২০০৮-২০০৯	২৭৫১৮৪৯	২১৪.৪২
২০০৯-২০১০	৩১৫৭৩৭২	২৪২.৯৯
২০১০-২০১১	৩৫৬৪৭১৩	২৬৯.১০

অর্থ-বছর	সেতু পারাপারে যানবাহন সংখ্যা	আদায়কৃত টোল (কোটি টাকায়)
২০১১-২০১২	৩৬৯৮৭৪৩	৩০৬.২৩
২০১২-২০১৩	৩৮৮৬৫৫৮	৩২৭.৯৮
২০১৩-২০১৪	৩৯২৬৯৯০	৩২৫.৩৮
২০১৪-২০১৫	৪২০৭০৭৫	৩৫১.১৪
২০১৫-২০১৬	৪৮০৭৯১৫	৪০৪.৮৮
২০১৬-২০১৭	৫৩৮৩১১৯	৪৮৬.৫২
২০১৭-২০১৮	৫৫৩২৫৩৬	৫৪৩.৮০
২০১৮-২০১৯	৫৯০১৮৯২	৫৭৫.৪০
২০১৯-২০২০	৫৯৯৭১৩০	৫৬০.২৮
২০২০-২০২১	৭৩০৯৩৯৬	৬৫৪.৮২
২০২১-২০২২	৭৫৪২০৯৯	৭০৪.৫৫
২০২২-২০২৩	৭৩৬৩৯৪১	৬৮০.৪৫
	মোট	৭৮৭৮.৯৯

(২) ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু)

অর্থ-বছর	আদায়কৃত টোল (কোটি টাকায়)
২০০৭-২০০৮	২.৩০
২০০৮-২০০৯	০৬.০১
২০০৯-২০১০	০৬.৭৩
২০১০-২০১১	০৭.৫৮
২০১১-২০১২	০৭.৮৭
২০১২-২০১৩	০৭.৮৭
২০১৩-২০১৪	০৭.৬৪
২০১৪-২০১৫	১২.২৩
২০১৫-২০১৬	১৫.৮৪
২০১৬-২০১৭	১৬.৯৯
২০১৭-২০১৮	১৬.৭৭
২০১৮-২০১৯	১৭.৮৯
২০১৯-২০২০	১৭.৫১
২০২০-২০২১	১৯.৫১
২০২১-২০২২	২৩.৩৪
২০২২-২৩	২৬.০৪
মোট	২১২.১২

(৩) পদ্মা সেতু

অর্থ-বছর	সেতু পারাপারে যানবাহন সংখ্যা	আদায়কৃত টোল (কোটি টাকায়)
২০২১-২০২২ (২৬ জুন, ২০২২ হতে)	১১৭১০৪	১০.৮২
২০২২-২০২৩	৫৮৪৪৬৬৪	৮১৪.৭৮
	মোট	৮২৫.৬০

(১১) আয় এবং ব্যয়

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ২০২২-২৩ অর্থবছরের অনিরীক্ষিত আয়-ব্যয় নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সর্বমোট আয়	সর্বমোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত/-(ঘাটতি)
২০২২-২৩	**১৬৮২৫৩.৭২**	**১৭৮৩৪৭.৪৭**	**(১০০৯৩.৭৫)**

(১২) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের নাম	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে মোট বরাদ্দ	জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় (মোট ব্যয়যোগ্য বরাদ্দের % অংশ) *
১.	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	২০০.০০	১১২০০.১৭ (৯৬.৪৩%)
২.	চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়কে ও গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন	১৫৩৫৩.০০	
	মোট	১৫৫৫৩.০০	

* ২০২২-২৩ অর্থ বছরে অর্থ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প 'সি' ক্যাটাগরিভুক্ত হওয়ায় মোট বরাদ্দের ৫০% ব্যয়যোগ্য এবং চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়কে ও গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প 'বি' ক্যাটাগরিভুক্ত হওয়ায় মোট বরাদ্দের ৭৫% ব্যয়যোগ্য। উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত "পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প" এর অনুকূলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়ণে বরাদ্দ ছিল ৭৪.৫৮ কোটি টাকা।

(১৩) নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রম.	বিষয়	কাজের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১.	বঙ্গবন্ধু সেতু	বঙ্গবন্ধু সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ	• কাজের চুক্তিমূল্য: ১৭২,৬১,১৪,৮০৮.৭৫ টাকা • ঠিকাদার: China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) • কাজের সময়সীমা: অক্টোবর ২০২১ থেকে অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত। • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
		বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায় কার্যক্রম	• বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে টোল আদায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
		Construction of Mosque Building Including Imam & Muazzin Resident at Bangabandhu Bridge Area, Bhuapur, Tangail under Bangladesh Bridge Authority (BBA)	• কাজের চুক্তিমূল্য: ৩,৯০,০০,০০০.০০ টাকা। • ঠিকাদার: M/S Mirza Constructions • কাজের মেয়াদকাল: মে ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত। • ভৌত অগ্রগতি: ৭০%

ক্রম.	বিষয়	কাজের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
		Construction of Museum Building including Auditorium at Bangabandhu Bridge Area, Bhuapur, Tangail under Bangladesh Bridge Authority (BBA)	• কাজের চুক্তিমূল্য: ২৩,১৪,১৯,৮১৯.২৩৫ টাকা। • ঠিকাদার: KSBL-MMC JV • কাজের মেয়াদকাল: জুলাই ২০২২ থেকে জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত। • ভৌত অগ্রগতি: ৩০%
		Construction of RCC Surface Drain Behind the Housing Area of Bangabandhu Bridge, Bhuapur, Tangail	• কাজের চুক্তিমূল্য: ২,৪৪,১৯,১০৫.২৫৩ টাকা। • ঠিকাদার: Mir Akhter Hossain Ltd. • কাজের মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০২২ থেকে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত। • ভৌত অগ্রগতি: ১০০%
		Improvement of truck lane by RCC from Roundabout to Weigh Scale at both sides (East & West) and Overlay work of Service Road (West Stack yard to West Round about) at West Side of Bangabandhu Bridge	• কাজের চুক্তিমূল্য: ২০,১৩,৮২,২৪২.১০৫ টাকা। • ঠিকাদার: Mir Akhter Hossain Ltd. • কাজের মেয়াদকাল: মার্চ ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত। • ভৌত অগ্রগতি: ১০০%
২.	৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু)	মুক্তারপুর সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়।	• কাজের চুক্তিমূল্য: ২০.৯৩ কোটি টাকা • ঠিকাদার: Computer Network Systems Ltd • কাজের সময়সীমা: ফেব্রুয়ারি ২০২০- ফেব্রুয়ারি ২০২৫ • কাজের অগ্রগতি: রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কাজ চলমান রয়েছে।
		Construction of Staff Accommodation Building at Mukterpur Bridge Site Office, Mukterpur, Munshiganj	• কাজের চুক্তিমূল্য: ৬,৩৯,৭২,২১৭.৬২ টাকা • ঠিকাদার: EHA Associates & Engineers Ltd. • কাজের মেয়াদকাল: জুলাই ২০২২ থেকে জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত। • ভৌত অগ্রগতি: ২৫%
৩.	পদ্মা সেতু	পদ্মা সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়।	• কাজের চুক্তিমূল্য: ৬৯২,৯২,০০,০০০.০০ টাকা • ঠিকাদার: Korea Expressway Corporation (KEC) in a joint venture with China Railway Major Bridge Engineering Group Co Ltd (MBEC) • কাজের সময়সীমা: মে ২০২২- মে ২০২৭ • কাজের অগ্রগতি: রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কাজ চলমান রয়েছে।

২.১৬। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

(১) বঙ্গবন্ধু সেতু

সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক এবং সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মোট ৩৭৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সমাপ্ত হয়। ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু সেতু যানবাহন পারাপারের জন্য খুলে দেয়া হয়। এ সেতু নির্মাণে তিনটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যথা; এডিবি, বিশ্বব্যাংক ও জাইকা হতে গৃহীত ঋণের মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৭২৮.৪৩ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। আগামী ২০৩৪ সাল নাগাদ সকল ঋণ পরিশোধ হবে আশা করা যায়। বঙ্গবন্ধু সেতুতে সড়ক ও রেল পথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং অপটিক্যাল ফাইবার টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতু চালু হওয়ার পর হতে এ সেতু দিয়ে পূর্বাভাসের তুলনায় অধিক টোল আদায় হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ সেতু হতে ৬৮০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা টোল বাবদ আদায় হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। এ সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

(২) ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু)

রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে পার্শ্ববর্তী মুন্সীগঞ্জ জেলার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ১৫২১ মিটার দীর্ঘ ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর নির্মাণ কাজ ২০০৮ সালে সম্পন্ন হয়। এ সেতু নির্মিত হওয়ায় মুন্সীগঞ্জ ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলো হতে ঢাকা মহানগরীতে শাক-সবজি ও ফলমূলসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সহজেই পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে।

২.১৭। চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

(১) পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানীর সুষ্ঠু ও সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদ্মা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০০১ সালে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এই সমীক্ষায় কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য এবং উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচনা করে মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা নদীর উপর ৪ (চার) লেইন বিশিষ্ট সড়ক ও রেলসহ সেতু নির্মাণের সুপারিশ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ৪ জুলাই মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে সেতুর বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের প্রস্তাব ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২৯ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়। তাছাড়া পদ্মা সেতু প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নবম জাতীয় সংসদে ''পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩১ নং আইন)'' পাশ করা হয়।

যথাসময়ে ঠিকাদার নিয়োগে টেন্ডার প্রক্রিয়াও শুরু করা হলেও অর্থায়ন জটিলতায় ঠিকাদার নিয়োগ বিলম্বিত হয়। পরবর্তীতে দেশ ও জনগণের স্বার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সব প্রতিকূলতাকে জয় করে গর্বের পদ্মা সেতু ২৬ জুন ২০২২ তারিখ হতে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এই সেতু নির্মাণ প্রকল্পের সূচনালগ্নে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র এবং চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হার না মানা সুদৃঢ় নেতৃত্ব, পদ্মা সেতুর প্রতি ইঞ্চি অগ্রগতিতে তাঁর নিবিড় মনিটরিং এবং আবেগের সংযোগ প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের বর্ষপূর্তি হয়েছে। উদ্বোধনের পর হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত পদ্মা সেতু হতে মোট ৮২৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

পদ্মা সেতুর উপরের অংশ দিয়ে যানবাহন ও নীচের অংশ দিয়ে রেল চলাচল করবে। এ সেতুর ফলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার (১৭,০০০ বর্গ মাইল) বা বাংলাদেশের মোট এলাকার ২৯% অঞ্চলজুড়ে ৩ কোটিরও অধিক জনগণ

প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। এই সেতু নির্মাণের ফলে দেশের জিডিপি ১.২৩ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতি বছর ০.৮৪% হারে দারিদ্র হ্রাস পাবে।

জুন ২০২৩ পর্যন্ত পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৯৯.৬০ শতাংশ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্যাকেজ/কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম.	প্যাকেজ/কাজের বিবরণ	কাজ শুরু	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মূল সেতু নির্মাণ	নভেম্বর ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ১২১৩৩.৩৯ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১১৯৩৮.৬৩ কোটি টাকা। • মূল সেতু যান চলাচলের জন্য উন্মুক্তকরণ ২৬ জুন ২০২২। • ভৌত অগ্রগতি ১০০.০০%
২.	নদীশাসন কাজ	ডিসেম্বর ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ৮৭০৭.৮১ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৮৫৭৪.৪৩ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ৯৯.৫০%
৩.	জাজিরা সংযোগ সড়ক ও ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিস	অক্টোবর ২০১৩	• চুক্তিমূল্য ১৩১৮.৯৯ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১২৭১.৮৯ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৪.	মাওয়া সংযোগ সড়ক ও ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিস	জানুয়ারি ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ১৯৩.৪০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১৯৩.৪০ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৫.	সার্ভিস এরিয়া-২ নির্মাণ	জানুয়ারি ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ২০৮.৭১ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১৯৯.৭৩ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৬.	Constructuon Supervision Consultant-1 (CSC-1)	অক্টোবর ২০১৩	• চুক্তিমূল্য ১৩৩৪.৮৮ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৮৯.১৭ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৭.	মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের নির্মাণ কাজ তদারকি (১ম পর্যায়) (CSC-2)	নভেম্বর ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ৬০৯.১৪ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৬০৮.৮৯ কোটি টাকা। • অগ্রগতি ১০০%
৮.	মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের নির্মাণ কাজ তদারকি (২য় পর্যায়) (CSC-2)	নভেম্বর ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ৩৪৮.০১ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ২৪০.৯৪ কোটি টাকা। • অগ্রগতি ৯৬%
৯.	Engineering Support and Safety Team (ESST)	অক্টোবর ২০১৩	• চুক্তিমূল্য ৭২.১৩ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৭২.১৩৮ কোটি টাকা। • অগ্রগতি ১০০%
১০.	ভূমি অধিগ্রহণ		• সর্বমোট অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ ২৫২৭.৪৭৬২ হেক্টর, যার মধ্যে মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ যথাক্রমে ৩২৯.৭৬ হেক্টর, ১৫৮৬.৭৫৬২ হেক্টর ও ৬১০.৯৬ হেক্টর। এর মধ্যে দখল বুঝে নেওয়া ভূমি ১৪৫৩.১৭ হেক্টর এবং ১৩৯.০৭ হেক্টর হুকুমদখল করা হয়েছে।
১১.	পুনর্বাসন কার্যক্রম	জুন ২০০৯	• জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৭৭০.২১ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। • জুন ২০২৩ পর্যন্ত 'প্রকল্প পর্যায় প্লট বরাদ্দ কমিটি' কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে ৩০১১টি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ২৫৩২টি প্লটের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও

ক্রম.	প্যাকেজ/কাজের বিবরণ	কাজ শুরু	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			১২২২ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ● পদ্মা সেতুর ০৪টি পুনর্বাসন সাইটে মনোরম পরিবেশে স্থাপনকৃত ০৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১০৯৬ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। উপবৃত্তি প্রদান বাবদ শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রকল্পের অর্থায়নে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৮৯.৮৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ● পদ্মা সেতু পুনর্বাসন এলাকায় মোট ০৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে এ পর্যন্ত ২,২৬,৯৪৯ জন রোগীকে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক পরামর্শ ও কার্যক্রম, টিকাদান কর্মসূচি, বিনামূল্যে ঔষধ ও রেফারেল সার্ভিসসহ বিভিন্ন বিষয়ে সাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। ● যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর মাধ্যমে ১২টি ট্রেডে মোট ৩১২৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ● বিআরটিসি'র মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৪৫৪ জনকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ● পুনর্বাসন সকল কার্যক্রমের এ পর্যন্ত সর্বমোট ব্যয় ১১৩২.৪৮ কোটি টাকা এবং অগ্রগতি ৯৭.১০%
১২.	পরিবেশ কার্যক্রম	জুন ২০০৯	● পুনর্বাসন এলাকা এবং সার্ভিস এরিয়ায় জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১,৭৩,২৯৪টি গাছ লাগানো হয়েছে। ● পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত জাদুঘরে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২,৩৫৭টি নমুনা সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৩.	ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট কনসালটেন্সি (MSC Service)	ফেব্রুয়ারি ২০১৬	● চুক্তিমূল্য ১৬৮.৯৭ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১২৬.৮৩ কোটি টাকা। ● অগ্রগতি ৯৯%

(২) কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার নদীর তলদেশে নির্মিত প্রথম সড়ক টানেল নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও নেতৃত্বের এক অনন্য উদাহরণ। ০৯ জুন ২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরকালে টানেলটি নির্মাণে চীন সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মূল টানেলের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৬৮৯.৭১৩৩ কোটি (দশ হাজার ছয়শত উননব্বই কোটি একাত্তর লক্ষ তেত্রিশ হাজার) টাকা এবং অনুমোদিত মেয়াদ ০১ নভেম্বর ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩। প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৯৮.০০%। বর্তমানে ভেহিকল স্ক্যানার মেশিন স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে। আগামী ২০২৩ সালের অক্টোবর নাগাদ টানেলটি যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব অংশের সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করবে এবং এটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযুক্ত হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসন হবে, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে পণ্য পরিবহন সহজতর হবে এবং ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। ২০১৩ সালের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুযায়ী জাতীয় জিডিপিতে এই টানেল ০.১৬৬% অবদান রাখবে।

(৩) সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং ইউটিলিটিজ স্থানান্তরের ব্যয় নির্বাহে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৩২১৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লিংক প্রকল্প হিসেবে ''সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট'' শীর্ষক প্রকল্পটি ১৮ অক্টোবর ২০১১ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৪৯১৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য

কার্যক্রমসমূহ হলো ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, ইউটিলিটিজ স্থানান্তর এবং পরামর্শক সেবা। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুন ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের মূল এলাইনমেন্ট বরাবর ভূমি অধিগ্রহণ এবং ১ম পর্যায়ের ইউটিলিটি অপসারণ/প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, ভবন অপসারণ ও পুনর্বাসন ভিলেজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৯৪.৪০%।

(৪) ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প

ঢাকা শহরের উত্তরাঞ্চল তথা সাভার, আশুলিয়া, নবীনগর ও ইপিজেড সংলগ্ন শিল্প এলাকার যানজট নিরসন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটি ১৬,৯০১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৭৫৫৩ কোটি ০৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে ২৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখ চায়না এক্সিম ব্যাংক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর হয়; যা পরবর্তিতে ১০ মে ২০২২ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। ১২ নভেম্বর ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের আওতায় ০.০০-১২.০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত (১ম পর্যায়) ঢাকা জেলার ৪১.৬১৮৫ একর ভূমি এবং গাজীপুর জেলার ১৫.৫৯ একর ভূমি অধিগ্রহণের গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। ২য় পর্যায়ের মোট ৩৯.১৪৫৬ একর ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। ৭ ধারার নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রসাশকের কার্যালয়, ঢাকা হতে সম্ভাব্য প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। সম্ভাব্য প্রাক্কলন অনুয়াযী বিভিন্ন সময়ে মোট ১১৭৪ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। শীঘ্রই ৮ ধারার নোটিশ প্রদান করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পের নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের ১ম ১২ কি.মি. অংশে Impacted Person এর সংখ্যা ৩০91 জন। এ পর্যন্ত ৬৯৫ জন Entilted person কে ৩,২২,২০,১২২ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের বিভিন্ন অংশে ৮০৫টি পাইল, ২০টি পাইল ক্যাপ এবং ১০টি পিয়ার নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন অংশের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন অনুমোদনসহ সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ সম্পন্ন হলে সাভার ইপিজেড হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ৪৪ কিলোমিটার নতুন এলিভেটেড রাস্তা তৈরি হবে। এর ফলে দেশের উত্তরাঞ্চল হতে আগত যানবাহনসমূহ সরাসরি ঢাকা অতিক্রম করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে যাওয়ার সুযোগ লাভ করবে। এতে ঢাকার যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এছাড়া, সাভার,আশুলিয়া, টঙ্গী, গাজীপুর এর রপ্তানীমুখী শিল্পাঞ্চলে দ্রুত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। একই সাথে এটি নির্মিত হলে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এটি নির্মিত হলে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এই প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ০.২১৭% বৃদ্ধি পাবে।

(৫) কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কের ১৭তম কিলোমিটারে (জেড ৮০৫২) পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞার এক অনন্য নজির পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। পটুয়াখালী সরকারি জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শীর্ষেন্দু বিশ্বাস পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের জন্য ২০১৬ সালের ১৫ আগস্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিঠি মারফত শীর্ষেন্দুকে সেতু নির্মাণের আশ্বাস প্রদান করেন। দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কের ১৭তম কিলোমিটারে (জেড ৮০৫২) পায়রা নদীর উপর ১৬৯০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণে মোট ১০৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি ১০ মার্চ ২০২০ তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণ ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ এই সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা যায়।

(৬) পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প

২৬৫৯ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ১০.৭৫ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ ও ৯.০৬ কিলোমিটার দোতলা রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও ডিজাইন রিভিউয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমান সড়কটি খুব সংকীর্ণ, আঁকাবাঁকা ও রাস্তার উভয় পাশে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বসত-বাড়ি, দোকান-পাট থাকায় যানবাহন চলাচলে প্রায়শঃ

দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এছাড়া, মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুরে বিসিক শিল্পাঞ্চল, রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এবং আলু সংরক্ষণের জন্য বেশ কয়েকটি কোল্ড স্টোরেজ থাকায় প্রতিদিন প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক রাস্তাটি ব্যবহার করে এবং এই সড়কে ২৪ টন থেকে প্রায় ৫০ টন পর্যন্ত ভারী যানবাহন নিয়মিত চলাচল করায় মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৩৩.৮৬ একর ভূমি অধিগ্রহন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২২১টি লোকেশন এ Sub Soil Investigation এর Standard Penetration Test ও ১০টি লোকেশন এ Cone Penetration Test এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Test Pile Construction এর কাজ ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ হতে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কাশিপুর সেতু এবং গোগনগর সেতু প্রশস্তকরণ এর কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া এলিভেটেড অংশের Pier P87 & P88 এর মোট ০৮ টি পাইলের মধ্যে ০৪ টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণাঞ্চলের যানবাহনগুলোকে রাজধানীতে প্রবেশ করতে হবে না। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলমুখী যানবাহন তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চলাচল করবে। ফলে এটি যানজট কমানোর পাশাপাশি জনসাধারণের দুর্ভোগ কমাবে।

(৭) গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (এলিভেটেড অংশ)

গাজীপুর হতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০ কিলোমিটার Bus Rapid Trans (BRT) লেনের মধ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উত্তরা হাউজ বিল্ডিং হতে টঙ্গী চেরাগ আলী মার্কেট পর্যন্ত ৪.৫ কিলোমিটার এলিভেটেড অংশ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই এলিভেটেড অংশের ৩.৫ কিলোমিটার হবে ৬ লেনের এবং ১ কিলোমিটার হবে ৪ লেনের। এছাড়া, এতে থাকবে ৬টি এলিভেটেড স্টেশন এবং ১০ লেনের টঙ্গী সেতু।

জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ১৯০৭টি Service Pile এর মধ্যে ১৯০৭টির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৮৪টি Pile Cap, ২৮৯টি Pier Stem এবং ১২৯০টি I-Girder নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১২৪৭টি I-Girder স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উত্তরা বি.এন.এস সেন্টার হতে টঙ্গি চেরাগ আলী মার্কেট পর্যন্ত ৪.৫ কি. মি. ঢাকামুখী এবং ময়মনসিংহমুখী দুই লেন যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯৫.৫৬%। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি ঘন্টায় উভয় দিক থেকে প্রায় ২৫০০০ যাত্রী চলাচল করতে পারবে। এটি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

(৮) সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II (বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ)

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II এর প্যাকেজ-৫ ও প্যাকেজ-৬ এর কাজ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তয়ায়নাধীন রয়েছে। এডিবির অর্থায়নে প্যাকেজ-৫ ও প্যাকেজ-৬ এর নির্মাণ কাজের ব্যয় যথাক্রমে ৬০০.৯৯ কোটি টাকা এবং ৮৮৯.৪৪ কোটি টাকা। প্যাকেজ-৫ ও প্যাকেজ-৬ এর ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ৯.০০% এবং ৭৩.২৫%। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণসহ দ্রুত ও নিরাপদ চলাচলের সুবিধা সৃষ্টির পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানের সাথে প্রতিবেশী দেশগুলির অর্থনৈতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হবে। দেশে নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাকা সচল থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ বাজার এলাকায় আন্ডারপাস ও জাংশনগুলোতে ফ্লাইওভার নির্মাণের কারণে আঞ্চলিক অর্থনীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে যার প্রভাব পড়বে দেশের জিডিপিতেও।

(৯) কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৫৬৫১.১৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। হাওড় এলাকার জনগোষ্ঠীর প্রধান উপজীবীকা কৃষিকাজ এবং বছরে একটি মাত্র ফসল (বোরো ধান) উৎপন্ন হয়। দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হওয়ায় আকস্মিক বন্যায় ফসল বিনষ্ট হলে কৃষিজীবীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ২০২০ সালে ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক চালু হলে এই এলাকায় সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম এর সাথে কিশোরগঞ্জ জেলা সদরসহ অন্যান্য জেলার সাথে বছরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ না থাকায় ঐ এলাকার উৎপাদিত কৃষি পন্য বাজারজাত করার ক্ষেত্রে এলাকার জনগণকে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বর্ণিত বিষয়সহ হাওড় এলাকার পরিবেশ রক্ষার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ১৫১ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার নাকভাঙ্গা হতে মরিচখালি পর্যন্ত বিদ্যমান ১৩.৪০ কিলোমিটার সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং মরিচখালি হতে মিঠামইন পর্যন্ত হাওড়ের মধ্য দিয়ে ১৫.৩১ কিলোমিটার উড়াল সড়ক নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি জুন ২০২৮ নাগাদ বাস্তবায়িত হবে আশা করা যায়।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন সেনানিবাসসহ মিঠামইন, ইটনা ও অষ্টগ্রাম উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের বছরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপিত হবে, তেমনিভাবে এ হাওড় অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গতিশীল হবে। কৃষি পণ্য ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে পরিবহন করা সহজ হবে এবং পরিবহন খরচ হ্রাস পাবে। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে । কর্মসংস্থান বাড়বে, দারিদ্র্য হ্রাস পাবে এবং এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটবে। প্রকল্প এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে।

(১০) চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়কে ও গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী উন্নয়ন দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ৩০ বছর মেয়াদী একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই মাস্টারপ্ল্যানে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ, গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৩৭১.৯০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্পের আওতায় শরীয়তপুর ও চাঁদপুরের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, উত্তর মতলব-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী-রৌমারী সড়কে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ, বরিশাল - ভোলা সড়কে কালাবদর তেঁতুলিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণের পুনঃসমীক্ষা এবং ঢাকা এলিভেটেড ইনার রিং রোড নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত সমীক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি ৬৬.৫০%।

(১১) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজের গুণগত ও পরিমাণগত সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দাপ্তরিক সেবার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১৭ সালে ১৩৫১.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের অধীনে বছরব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় দেশের বাইরে ও বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে কর্মকর্তাগণ প্রফেশনাল জ্ঞান ও সার্টিফিকেট অর্জন করছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৫৭টি প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

২.১৯। পিপিপি প্রকল্প

(১) ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বাংলাদেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ বা পিপিপি-এর আওতায় ৮৯৪০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে র‍্যাম্পসহ মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫/১২/২০১৩ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ফার্স্ট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কোম্পানী লিমিটেড। এর তিনটি শেয়ারহোল্ডার- থাইল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ইটালিয়ান থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানী লিমিটেড (৫১%), চায়নাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান শেনডং ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল কো-অপারেশন গ্রুপ (৩৪%), সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন লিমিটেড (১৫%)। এক্সপ্রেসওয়েটি তিনটি ধাপে নির্মিত হচ্ছে। এর মধ্যে জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রথম ধাপের ৯৭.২৮%, ২য় ধাপের ৫৪.২২% এবং ৩য় ধাপের ৫.৬৭% ভৌত কাজ সম্পাদিত হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৬৩.২০%। প্রকল্পের আওতায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত এলিভেটেড অংশ যান চলাচলের লক্ষ্যে ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেছেন। আগামী জুন, ২০২৪ সাল নাগাদ সম্পূর্ণ এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ শেষ হবে আশা করা যায়।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরও প্রায় ৪৭ কিলোমিটার নতুন সড়ক যোগ হবে। এ শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকা যেমন; বিমানবন্দর, কুড়িল, মহাখালী, তেজগাঁও, মানিকমিয়া এভিনিউ, পলাশী, সোনারগাঁও মোড়, অতীশ দীপংকর সড়ক, মতিঝিল ইত্যাদি স্থানের জনগণ এ এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে উঠা-নামা করতে পারবে এবং যানজটের কারণে বর্তমানে বহু সংখ্যক গাড়ীর যে জ্বালানি ও মানুষের কর্মঘন্টা নষ্ট হয় তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এটি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২.২০। প্রক্রিয়াধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

(১) মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর ১.৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে যার অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রস্তাবিত সেতুটি ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে বিকল্প সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করবে। এ সেতু নির্মাণের ফলে চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী এবং ভোলা জেলার সাথে রাজধানী ঢাকার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এতে যাতায়াতের দূরত্ব, সময় এবং ব্যয় হ্রাস পাবে। সেতুটি ব্যবহারের মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক (N-1) এর উপর যানবাহনের চাপ কমবে। সেই সাথে চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত মতলব উত্তর ও হাইমচর উপজেলায় অনুমোদিত দুইটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে পণ্য পরিবহন সহজতর করার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখবে। প্রতিবছর জিডিপির প্রায় ০.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। নদীর অববাহিকায় নতুন শিল্পাঞ্চলসহ পর্যটন শিল্প বিকাশের পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে; যা এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উপশহর গড়ে উঠবে; এতে আবাসনসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে রাজধানী ঢাকার উপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে।

(২) ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

ভূলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কের বিশনন্দী-কড়াইকান্দি ফেরীর মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর ও নবীনগরের সাথে ঢাকা ও অন্যান্য জেলার সড়ক যোগাযোগ চালু রয়েছে যা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং দুর্যোগকালীন ঝুঁকিপূর্ণ। এ পরিস্থিতি বিবেচনায় সেতু নির্মাণে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ২০২০ সালের মার্চ মাসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১৯ আগস্ট ২০২০ তারিখের সভায় প্রকল্পটি পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। কোরিয়ান প্রতিষ্ঠান Daewoo Engineering and Construction Company Ltd, Hyundai Engineering & Construction Company Ltd এবং Korea Expressway Corporation সমন্বয়ে Consortium প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ Transaction Advisor হিসেবে IIFC-কে নিয়োগ প্রদান করে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এপ্রিল ২০২২ মাসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। বিশনন্দী-কড়ইকান্দি ফেরীঘাট অবস্থানে প্রস্তাবিত সেতুটির দৈর্ঘ্য হবে ৩.৩১ কিলোমিটার ও উভয় প্রান্তের সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য হবে ৪.৪ কিলোমিটার। সেতুর ধরণ হবে Extradosed concrete box girder bridge (main span 200m)। সেতু কর্তৃপক্ষের Transaction Advisor চূড়ান্ত Feasibility Study Report, Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement Action Plan (RAP), Traffic study report ও Environment Impact Assessment (EIA) দাখিল করেছে। বিস্তারিত পর্যালোচনার পর প্রণীত সংশোধিত Feasibility Study Report, RFP ও PPP Contract পিপিপি কর্তৃপক্ষের নিকট ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে এবং শীঘ্রই বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কনসেশন চুক্তি স্বাক্ষরের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রস্তাবিত এ সেতুটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর ও নবীনগরের সাথে ঢাকা ও অন্যান্য জেলার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট হাইওয়ের বিকল্প এলাইনমেন্ট হিসেবে কাজ করবে। সেতুটি নির্মিত হলে এই পথে ঢাকা হতে আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং ভারতের আগরতলার দূরত্ব সবচেয়ে কম হবে।

(৩) ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বালিয়াপুর হতে নিমতলী-কেরানিগঞ্জ-ফতুল্লা-বন্দর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ পর্যন্ত ১৬,৩৮৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৯.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ০৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) এর সভায় প্রকল্পটি পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। এটি নির্মিত হলে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার

যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

(৪) বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া সেতু নির্মাণ
বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া নদীর উপর ৪.৮৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সেতু নির্মাণে ২০২০ সালে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এই সমীক্ষা রিভিউ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫) প্রাক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই এর জন্য নির্ধারিত প্রকল্প
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই এর জন্য ০৪টি প্রকল্প প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্পগুলো হলো: মেঘনা নদীর উপর ভোলা-লক্ষীপুর সেতু নির্মাণ, কক্সবাজার-মহেশখালী সেতু নির্মাণ, রাজবাড়ী-পাবনা জেলায় পদ্মা সেতু নির্মাণ এবং সুনামগঞ্জ-নেত্রকোণা হাওড় এলাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ।

(৬) ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহ

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	স্বল্পমেয়াদী (জানুয়ারি’ ২৪- ডিসেম্বর’২৪)	মধ্যমেয়াদী (জানুয়ারি’ ২৫- ডিসেম্বর’৩০)	দীর্ঘমেয়াদী (জানুয়ারি’ ৩১- ডিসেম্বর’৪১)
১	বালাশীঘাট (গাইবান্ধা)-দেওয়ানগঞ্জ ঘাটে (জামালপুর) যমুনা নদীর তলদেশে টানেলের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	√		
২	বালাশীঘাট (গাইবান্ধা)-দেওয়ানগঞ্জ ঘাটে (জামালপুর) যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ		√	
৩	হাওড় অঞ্চলে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	√		
৪	লেবুখালী- দুমকী- বগা- দশমিনা- গলাচিপা- আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	√		
৫	মেঘনা নদীর উপর ভোলা-লক্ষীপুর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন	√		
৬	মেঘনা নদীর উপর ভোলা-লক্ষীপুর সেতু নির্মাণ		√	
৭	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ		√	
৮	তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর দিয়ে বরিশাল-ভোলা সড়কে ভোলা সেতু নির্মাণ		√	
৯	ঢাকা শহরের তলদেশে সাবওয়ের ১০০ কিলোমিটার লাইন নির্মাণ		√	
১০	পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ পয়েন্টে পদ্মা নদীর উপর সেতু নির্মাণ		√	
১১	শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু		√	
১২	কক্সবাজার-মহেশখালী সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	√		
১৩	কক্সবাজার-মহেশখালী সেতুর নির্মাণ		√	
১৪	চট্টগ্রাম-কক্সবাজার কজওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	√		
১৫	চট্টগ্রাম-কক্সবাজার কজওয়ে নির্মাণ		√	
১৬	ঢাকা মহানগরীর ইনার রিং রোডের উপর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ		√	
১৭	বুড়িগঙ্গা নদীর তলদেশে টানেলের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ		√	
১৮	গজারিয়া-মুন্সিগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ		√	
১৯	২য় বঙ্গাবন্ধু সেতু সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ (বঙ্গাবন্ধু সেতু এলাকায়)		√	

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	স্বল্পমেয়াদী (জানুয়ারি' ২৪-ডিসেম্বর'২৪)	মধ্যমেয়াদী (জানুয়ারি' ২৫-ডিসেম্বর'৩০)	দীর্ঘমেয়াদী (জানুয়ারি' ৩১-ডিসেম্বর'৪১)
২০	বগুড়া-জামালপুর জেলার যমুনার নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা		√	
২১	পদ্মা নদীর উপর রাজবাড়ী-পাবনা সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা		√	
২২	বঙ্গবন্ধু শিল্পাঞ্চল (মীরসরাই) হতে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ			√
২৩	চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ সেতুর নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা			√
২৪	ঢাকা-চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ			√
২৫	পদ্মা নদীর উপর হরিরামপুর-ফরিদপুর সেতু সম্ভাব্যতা সমীক্ষা		√	
২৬	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী-রৌমারী সড়কে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ		√	
২৭	চর সাথলিয়া-দেওয়ানগঞ্জে ব্রহ্মপুত্রের উপর সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা		√	
২৮	কুষ্টিয়া-পাবনা জেলার পদ্মার উপর ২য় সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা		√	
২৯	হাওড় এলাকায় (হবিগঞ্জ জেলা) তাড়াইল-জলসুখায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা		√	
৩০	যমুনা আরিচা-নাটাখোলা সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা		√	
৩১	যমুনা আরিচা-নাটাখোলা ওভার ব্রিজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা		√	
৩২	অষ্টগ্রাম এবং বামাইয়ের মধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা		√	
৩৩	সিলেটে সার্কিট হাউস রোড এবং এয়ারপোর্ট রোডের মধ্যে এলিভেটেড নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ			√
৩৪	পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড এবং কুমিল্লা-নোয়াখালী মহাসড়কের মধ্যে কুমিল্লা টাউন ফ্লাইওভার			√
৩৫	শাল্লা এবং আউশকান্দির মধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ		√	
৩৬	বেগমগঞ্জ ও চৌমুহনির মধ্যবর্তী নোয়াখালী ওভারপাস			√
৩৭	বাজিতপুর থেকে অস্ট্রগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে			√
৩৮	পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড এবং কুমিল্লা-নোয়াখালী মহাসড়কের মধ্যে কুমিল্লা টাউন ফ্লাইওভার			√
৩৯	বেড়া-নাগরপুর যমুনা নদীর উপর সেতু			√
৪০	মংলা বন্দরে পশুর নদীর উপর সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ			√
৪১	খালিয়াজুরি এবং শাল্লার মধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ			√
৪২	কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ এবং তাড়াইলের মধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ			√
৪৩	বঙ্গবন্ধু শিল্প এলাকা থেকে সিটিজি বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ			√

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	স্বল্পমেয়াদী (জানুয়ারি' ২৪- ডিসেম্বর'২৪)	মধ্যমেয়াদী (জানুয়ারি' ২৫- ডিসেম্বর'৩০)	দীর্ঘমেয়াদী (জানুয়ারি' ৩১- ডিসেম্বর'৪১)
৪৪	মুছাপুর (নোয়াখালী)- উড়িরচর দ্বীপ সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ			√
৪৫	ছোট ছানাউয়া (বাশখালী)- কুতুবদিয়া দ্বীপ সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ			√
৪৬	মাঝিরহাট - সৈয়দপুর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ			√
৪৭	কিশোরগঞ্জ ইটনা এবং শাল্লার মধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ			√

(২.২০) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহের টোল হার

(১) বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল হার

ক্রম.	যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস	২০২২ সালে নির্ধারিত টোল হার (টাকায়)
১।	মোটর সাইকেল	৫০.০০
২।	হালকা যানবাহন (কার/জীপ)	৫৫০.০০
৩।	হালকা যানবাহন (মাইক্রো, পিকআপ) (১.৫ টন এর কম)	৬০০.০০
৪।	ছোট বাস (৩১ আসন বা এর কম)	৭৫০.০০
৫।	বড় বাস (৩২ আসন বা এর বেশি)	১০০০.০০
৬।	ছোট ট্রাক (৫ টন পর্যন্ত)	১০০০.০০
৭।	মাঝারি ট্রাক (৫ টন হতে ৮ টন পর্যন্ত)	১২৫০.০০
৮।	মাঝারি ট্রাক (৮ টন হতে ১১ টন পর্যন্ত)	১৬০০.০০
৯।	ট্রাক (৩ এক্সেল)	২০০০.০০
১০।	ট্রেইলার (৪ এক্সেল পর্যন্ত)	৩০০০.০০
১১।	ট্রেইলার (৪ এক্সেলের অধিক)	৩০০০.০০+ প্রতি এক্সেল ১০০০.০০
১২।	ট্রেন	বাৎসরিক ১ কোটি টাকা

(২) মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতুর টোল হার

ক্রম.	যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস	২০২২ সালে নির্ধারিত টোল হার (টাকায়)
১।	ভ্যান (৩ চাকাবিশিষ্ট)/মোটর সাইকেল	১৫.০০
২।	সিএনজি/অটোরিক্সা (৩ চাকাবিশিষ্ট)	৩০.০০
৩।	কার/টেম্পু	৫০.০০
৪।	জীপ/মাইক্রো/পিক-আপ (৪ চাকা বিশিষ্ট)	৫০.০০
৫।	ছোট বাস (৩১আসন বা এর কম)	১৫০.০০
৬।	বড় বাস (৩২ আসন বা এর বেশি)	২৫০.০০
৭।	ছোট ট্রাক (৫ টন পর্যন্ত)	২০০.০০
৮।	মাঝারি ট্রাক (৫ টন হতে ৮ টন পর্যন্ত)	২৫০.০০
৯।	মাঝারি ট্রাক (৮ টন হতে ১১ টন পর্যন্ত)	৬০০.০০
১০।	ট্রাক (৩ এক্সেল পর্যন্ত)	৮০০.০০
১১।	ট্রেইলার (৪ এক্সেল পর্যন্ত)	১০০০.০০

১২।	ট্রেইলার (৪ এক্সেলের অধিক)	১০০০.০০ + প্রতি এক্সেল ৫০০.০০

(৩) পদ্মা সেতুর টোল হার

ক্রম.	যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস	২০২২ সালে নির্ধারিত টোল হার (টাকায়)
১।	মোটর সাইকেল	১০০.০০
২।	কার/জীপ	৭৫০.০০
৩।	পিকআপ	১২০০.০০
৪।	মাইক্রোবাস	১৩০০.০০
৫।	ছোট বাস (৩১ আসন বা এর কম)	১৪০০.০০
৬।	মাঝারি বাস (৩২ আসন বা এর বেশি)	২০০০.০০
৭।	বড় বাস (৩ এক্সেল)	২৪০০.০০
৮।	ছোট ট্রাক (৫ টন পর্যন্ত)	১৬০০.০০
৯।	মাঝারি ট্রাক (৫ টন হতে ৮ টন পর্যন্ত)	২১০০.০০
১০।	মাঝারি ট্রাক (৮ টন হতে ১১ টন পর্যন্ত)	২৮০০.০০
১১।	ট্রাক (৩ এক্সেল)	৫৫০০.০০
১২।	ট্রেইলার (৪ এক্সেল পর্যন্ত)	৬০০০.০০
১৩।	ট্রেইলার (৪ এক্সেলের অধিক)	৬০০০.০০+ প্রতি এক্সেল ১৫০০.০০

২.২১। উপসংহার

যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে সুষ্ঠু ও দীর্ঘমেয়াদি টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বহুমাত্রিক, আধুনিক ও মানসম্পন্ন যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ করে চলেছে সেতু বিভাগ। এ অবকাঠামোসমূহ রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন ও বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণের পাশাপাশি দেশের দারিদ্র্য নিরসনে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। আর এভাবেই জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে সেতু বিভাগের বিরতিহীন কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে।

বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের স্থিরচিত্র

যমুনা নদীর উপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতু

ধলেশ্বরী নদীর উপর নির্মিত ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু)

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের উল্লেখযোগ্য স্থিরচিত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি কর্তৃক ভার্চুয়ালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এর দক্ষিণ টিউবের পূর্ত কাজের সমাপ্তি উদযাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি কর্তৃক ভার্চুয়ালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এর দক্ষিণ টিউবের পূর্ত কাজের সমাপ্তি উদযাপন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এর দক্ষিণ টিউবের পূর্ত কাজের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন এর বক্তব্য প্রদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন শেষে মোনাজাতে অংশ নেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ মাওয়া পয়েন্টে মূল পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করছেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তে উদ্বোধনী ফলক এবং ম্যুরাল-২ উন্মোচন করেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনকৃত পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তের উদ্বোধনী ফলক এবং ম্যুরাল-১

দেশের নান্দনিক স্থাপনা গর্বের পদ্মা সেতু

পদ্মা সেতুর রাতের মনোরম দৃশ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এর বোরিং কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন

দৃষ্টনন্দন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এর প্রবেশ মুখ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এর অভ্যন্তরীণ দৃশ্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এর টোল প্লাজা

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধনের লক্ষ্যে পরিদর্শন করেন

ঢাকা-এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

ঢাকা-এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পুনর্বাসন এলাকায় নির্মিত বহুতল বিশিষ্ট ভবন

সেতু বিভাগের সচিব মো. মঞ্জুর হোসেনসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত কাজ

পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত কাজ

পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত কাজ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) এর হাউজ বিল্ডিং-টঙ্গী ফায়ার সার্ভিস অংশের ঢাকামুখী দুই লেন উন্মুক্ত করেন

সেতু বিভাগের সচিব মো. মঞ্জুর হোসেনসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের বিআরটি (এলিভেটেড পার্ট) প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

নির্মাণাধীন বিআরটি (এলিভেটেড পার্ট)

সেতু বিভাগের সচিব মো. মনজুর হোসেনসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের “সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II” এলাকা পরিদর্শন

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II এর আওতায় নির্মাণাধীন নলকা ওভারপাস

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II এর আওতায় নির্মাণাধীন কড্ডা ফ্লাইওভার

মতলব উত্তর - গজারিয়া সড়কে মেঘনা ধনাগোদা নদীর উপর সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনায় অংশীজনের সাথে মতবিনিময় সভায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম

খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার সোলাদানা ইউনিয়নের বেতবুনিয়া গ্রাম ও গড়াইখালী ইউনিয়নের গড়াইখালী গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শিবসা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই এর লক্ষ্যে উক্ত এলাকা পরিদর্শন

সেতু বিভাগের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির চেক প্রদান

সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প এর পুনর্বাসন এলাকায় স্থাপিত ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সরকারিকরণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ২০২১-২২ কর বছরে "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ খাতে ১ম সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী" নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) জনাব আলতাফ হোসেন সেখ কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে প্রাপ্ত সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কাজের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং **China Communications Construction Company (CCCC)** এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় পার্শ্বে ওজন স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান VAAAN-REGNUM-NDE JV এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্পের Supplimentary চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল হতে আদায়কৃত টোলের অর্থ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত যমুনা ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের চুক্তি সম্পাদন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১২তম বোর্ড সভা

পদ্মা সেতু উদ্বোধনের ১ বছর পূর্তি উদযাপন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী, জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি'র সাথে সেতু বিভাগের কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা

জাতীয় শোক দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে ঢাকায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন-এঁর নেতৃত্বে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

জাতীয় শোক দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে "বঙ্গবন্ধুর জীবনালেখ্য ও যোগাযোগ খাতে উন্নয়ন দর্শন"-শীর্ষক আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন

জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে সেতু ভবনের নামাজের স্থানে জাতির পিতার পরিবারের সকল শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে সেতু ভবনের নিচতলায় স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন-এঁর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান বিজয় দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে "জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন" শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন-এর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল

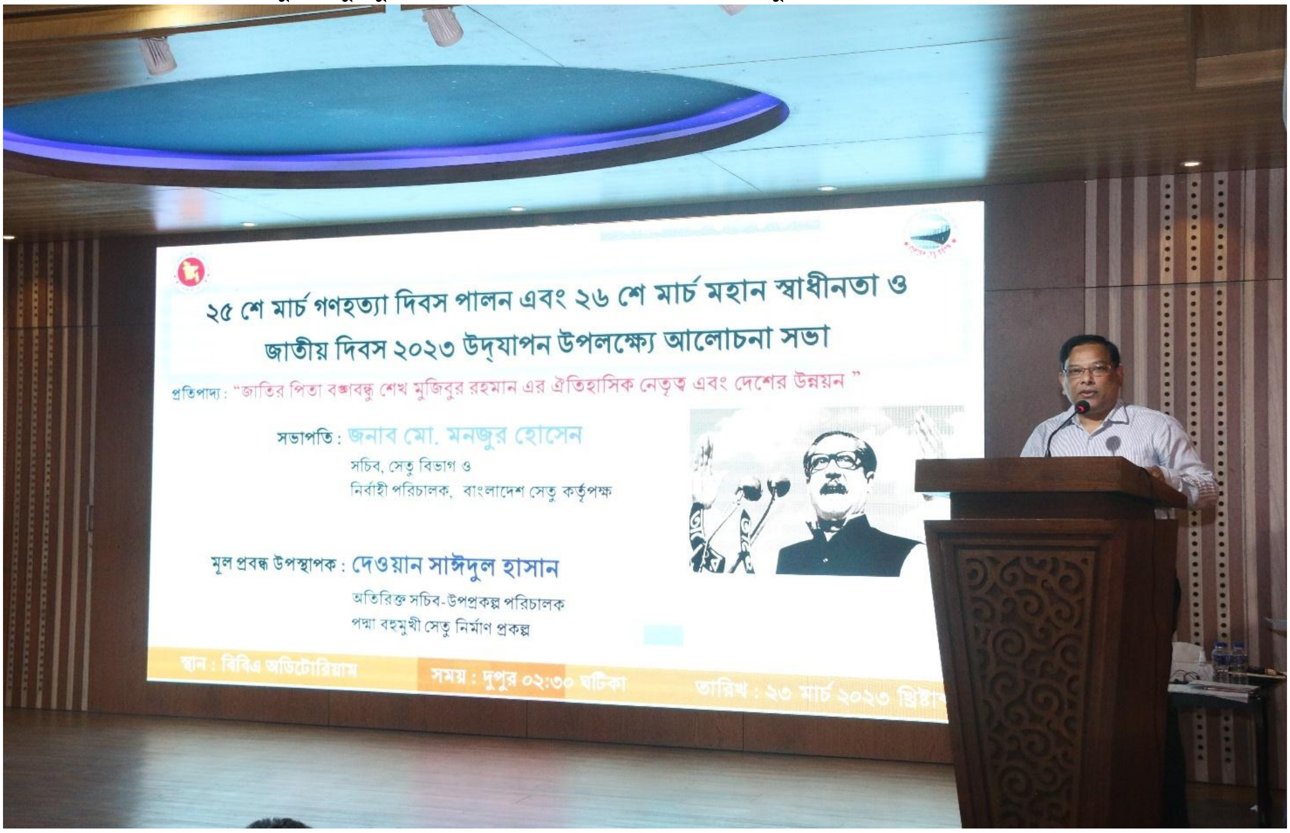

২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস পালন এবং ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন" বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে **The Era of New National Planning** বিষয়ক লার্নিং সেশন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা বিষয়ক কর্মশাল

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি উদ্যোগ পরিদর্শন করেন সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ইনোভেশন টিম এর সদস্যগণ

সেতু ভবনের সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রম

সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প এর Project Steering Committee (PSC)’র ১৩তম সভা

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে শীর্ষক প্রকল্পের Project Steering Committee (PSC)’র ৬ষ্ঠ সভা